দৈনন্দিন জীবনে

ইবাদাত ও মুআ'মালাত

DHAKA BANK
LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ﷺ) لَاحَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا۔ (صَحِيْحُ الْبُخَارِى)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী সা. বলেছেন- কেবলমাত্র দু'টি ব্যাপারেই ঈর্ষা করা যায়; (১) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ তাআ'লা সম্পদ দান করেছেন, এরপর তাকে হক পথে অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দেন; (২) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ্ তাআ'লা হিকমত দান করেছেন, এরপর সে তার সাহায্যে ফায়সালা করে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়। (সহিহ বুখারী)

দৈনন্দিন জীবনে ইবাদাত ও মুআ'মালাত

রচনা ও সম্পাদনা
মোঃ সিরাজুল হক
মোঃ কামারুজ্জামান

প্রকাশনায়
ইসলামীক ব্যাংকিং ডিভিশন
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

DHAKABANK
LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING

দৈনন্দিন জীবনে ইবাদাত ও মুআ'মালাত

রচনা ও সম্পাদনা
মোঃ সিরাজুল হক
মোঃ কামারুজ্জামান

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর, ২০১৭ ঈসায়ী
কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
মহররম, ১৪৩৯ হিজরী

প্রকাশনায়
ইসলামীক ব্যাংকিং ডিভিশন
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস
৭১, পুরানা পল্টন লেইন
ঢাকা-১০০০

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ : স্পেলবাউন্ড কমিউনিকেশনস লিমিটেড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামের সুমহান আদর্শ বিস্তৃত। ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির প্রায়োগিক ক্ষেত্র। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূল লক্ষ্য হলো মাকাসেদে শারিয়াহ্ বা শারিয়াহ্র উদ্দেশ্য তথা মানবকল্যাণ হাসিল করা। আত্মিক ও দৈহিক সত্তার সমন্বয়ে যেমনি মানুষের জৈবিক সত্তা অস্তিত্ব লাভ করে, তেমনি ইবাদাত ও মুআ'মালাতের সমন্বয়ে দ্বীন তথা মানুষের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। দৈনন্দিন জীবনে ইবাদাত ও মুআ'মালাতের সমন্বয়ে দ্বীন অনুসরণে একজন মুসলিমের জন্য করণীয়, অনুসরণীয়, পালনীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলির উপর একটি নাতিদীর্ঘ পুস্তিকার চাহিদা এবং তা রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনা সময়ের দাবি।

সে লক্ষ্যে আমাদের ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর শারিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটির তত্ত্বাবধানে ও ইসলামীক ব্যাংকিং ডিভিশনের উদ্যোগে এ ধরনের একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি আশা করছি, এই বইটি অধ্যয়ন করে আমাদের সম্মানিত গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীগণ মনের মধ্যে জেগে-উঠা অনেক জিজ্ঞাসার জবাব পাবেন, আধ্যাত্মিক ও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেতে সক্ষম হবেন, আল কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে একজন মুমিন ব্যক্তির সার্বক্ষণিক করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন, ইহকাল ও পরকালে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবেন। সেবা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমার একান্ত বিশ্বাস, এ বইটি অধ্যয়ন করে আমাদের ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উন্নত ও সর্বোচ্চমানের গ্রাহকসেবা প্রদানে সদা সচেতন ও সচেষ্ট থাকতে সক্ষম হবেন। পুস্তিকাটি সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁদের উপযুক্ত প্রতিদান দান করুন। আমিন!

রেশাদুর রহমান
চেয়ারম্যান
পরিচালনা পর্ষদ
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাণী

ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির প্রায়োগিক ক্ষেত্র। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূল লক্ষ্যই হলো মানবকল্যাণ অর্জন। রুহ্ ও দেহ সত্তার সমন্বয়ে মানুষের জৈবিক সত্তা গঠিত, তেমনি ইবাদাত ও মুআ'মালাতের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম গঠিত। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রসার লাভ করলেও সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে এ সম্পর্কিত জ্ঞানগত সচেতনতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধি পায়নি। সে-অভাব থেকেই দৈনন্দিন জীবনে ইবাদাত ও মুআ'মালাতের সমন্বয়ে প্রাত্যহিক জীবনে একজন মুসলিমের জন্য করণীয়, অনুসরণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলির সমন্বয়ে এই পুস্তিকা সম্পাদনের প্রয়াস।

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর শারিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটির তত্ত্বাবধানে ও ইসলামীক ব্যাংকিং ডিভিশনের উদ্যোগে এ ধরনের একটি পুস্তিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি আশা করছি যে, এই বইটি অধ্যয়ন করে আমাদের সম্মানিত গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীগণ আলকুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে একজন মুমিন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে সার্বক্ষণিক করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলি সন্নিবেশিত আকারে জানতে পারবেন এবং ইহকাল ও পরকালে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবেন। উক্ত পুস্তিকাটি সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ্ তাআ'লা তাদেরকে উপযুক্ত প্রতিদান দান করুন। আমিন!

এম, আযীযুল হক
চেয়ারম্যান
শরিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটি
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সেরা জীব। আল্লাহ্ তাআ'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদাত ও দাসত্বের জন্য। এই ইবাদাত মানবজীবনের ইহকালীন প্রতিটি দিক ও বিভাগে পরিব্যপ্ত। ইহকালীন এই ইবাদাতের উপর বান্দাহ্‌র পরকালীন সফলতা নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দাহ্‌র যথার্থ পরিচয় করানো তথা বান্দাহ্‌কে আল্লাহ্‌র ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তাআ'লা যুগে যুগে নবী-রাসুলগণকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সা. তাঁর অনুসারীদের সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাজিলকৃত আল কুরআন ও দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণীয় আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন। বর্তমানে ইবাদাত ও মুআ'মালাতের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের শিক্ষার বড়ই অভাব। মানুষের মধ্যে দ্বীন তথা ইসলামী জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে রয়েছে মিশ্র ও ভুল ধারণা। ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির প্রায়োগিক ক্ষেত্র, আর ইসলামী অর্থনীতি মোয়ামালাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইবাদাত ও মুয়া'মালাতের সমন্বয়েই দ্বীন তথা ইসলামী জীবনপদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে আমানত ও বিনিয়োগ পদ্ধতি, মাকাসেদে শারিয়াহ্, মাসলাহা পিরামিড এবং দৈনন্দিন জীবনে একজন মুমিনের ইসলামী শারিয়ত নির্দেশিত করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলি সম্বলিত একটি নাতিদীর্ঘ পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমি বেশ কিছুদিন থেকেই অনুভব করে আসছি।

অবশেষে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের শারিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটির বিগত ৩৯তম সভায় এ বিষয়ে আমি প্রস্তাব উত্থাপন করি এবং কমিটি উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহন করেন। শারিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটির তত্ত্বাবধানে ইসলামীক ব্যাংকিং ডিভিশনের দীর্ঘ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হতে পেরেছে। পুস্তিকাটিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, পুস্তিকাটি আমাদের ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহের গ্রাহকগণ সহ সাধারণ মানুষের ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, দৈনন্দিন জীবনে একজন মুমিনের ইসলামী শারিয়াহ্ নির্দেশিত করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলি সম্পর্কিত নানান জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পেতে সহায়ক হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

এ পৃথিবীতে মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সেরা সৃষ্টি। আল্লাহ্ মানুষের সৃষ্টিকর্তা, লালন ও পালনকর্তা এবং বিধানদাতা। আল্লাহ্ তাআ'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদাত করার জন্য। এই ইবাদাত মানবজীবনের ইহকালীন প্রতিটি দিক ও বিভাগে পরিব্যপ্ত। ইহকালীন এই ইবাদাতের উপর বান্দাহ্‌র পরকালীন সফলতা নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দাহ্‌র যথার্থ পরিচয় করানোর জন্য তথা বান্দাহ্‌কে আল্লাহ্‌র ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তাআ'লা যুগে-যুগে নবী-রাসুলগণকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সাহচর্য লাভ করে সাহাবিগণ বিশ্বে শ্রেষ্ঠ উম্মতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের গোলামি বা দাসত্ব এবং নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সুন্নাহ্ বা আদর্শ অনুসরণেই মানবজাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। আল্লাহ্ তাআ'লা আল কুরআনে বলেন - 'আর যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শয়ন অবস্থায় আর আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে আর বলে হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এগুলো অযথা সৃষ্টি করনি, তুমি মহাপবিত্র অতএব আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯১)।

সে লক্ষ্যেই ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর শারিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটির বিগত ৩৯তম সভায় মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মাহবুবুর রহমানের পরামর্শে, শারিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটির তত্ত্বাবধানে এবং ইসলামীক ব্যাংকিং ডিভিশনের উদ্যোগে আল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে একজন মুমিন ব্যক্তির সার্বক্ষণিক করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলি সন্নিবেশিত করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলোচ্য পুস্তিকাতে একজন মুমিনের দৈনন্দিন জীবনে করণীয়, অনুসরণীয়, পালনীয় এবং বর্জনীয় ইসলামী বিধানসম্বলিত বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমাদের সম্মানিত গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীগণের জন্য উপস্থাপন করা হলো। আশা করি, পুস্তিকাটি অধ্যয়নে পাঠকদের রুহানি পিপাসা কিছুটা হলেও নিবারণ হবে এবং দৈনন্দিন জীবনে শারিয়াহ্‌র বিধি-বিধান পরিপালনে সহায়ক হবে। অনিচ্ছাকৃত যে কোনো ভুল আমাদের গোচরীভূত করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। ইনশাআল্লাহ্!

মোঃ সিরাজুল হক
এসইভিপি ও হেড
ইসলামীক ব্যাংকিং ডিভিশন এবং
সদস্য সচিব
শারিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটি

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইসলামের পরিচয়	১১
ইবাদাত	১১
মুমিনের পরিচয়	১১
যেসব বিষয়ে ঈমান আনতে হবে	১২
মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি	১৩
১. দৈনন্দিন জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ	১৫
বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করা	১৫
প্রতিবেশির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৫
অধীনস্থদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা	১৬
আত্মীয়তার সম্পর্ক/বন্ধন রক্ষা করা	১৭
নিয়মিত জামাআ'তে সালাত আদায় করা	১৮
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুমিনের অপরিহার্য কাজ	১৮
পরস্পর সালাম বিনিময়	২০
হাদিয়া আদান-প্রদান	২১
সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বজায় রাখা	২২
ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন মুমিনের দায়িত্ব	২২
পরস্পর দয়া ও অনুগ্রহ করা	২৩
সু-সম্পর্ক বজায় রাখা	২৩
পরস্পরের দুঃখ-কষ্টে এগিয়ে আসা	২৪
নিজের জন্য যা পছন্দনীয় অন্যের জন্য তা পছন্দ করা	২৪
মুসলমানদের পারস্পারিক সম্পর্ক ও আচরণের ভিত্তি ভ্রাতৃত্ববোধ	২৫
অমুসলমিদের সাথে সহাবস্থান	২৬
মজলুম, অসহায় ও দুস্থ মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	২৭
ইয়াতিম ও মিসকিনের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	২৮
প্রয়োজন পূরণ করা	২৯
সুপারিশ করা	৩১
ন্যায়বিচার করা	৩২
ওয়াদা-অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালন করা	৩২
চুক্তি প্রতিপালন করা	৩৩
যাকাত, সাদাকাহ্, ফিতর ও কাফ্ফারা প্রদান	৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
দান, খয়রাত ও সাদাকায়ি জারিয়াহ	৩৪
অসিয়্যত	৩৫
হিবা	৩৬
ক্বর্‌দ প্রদান	৩৬
ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা	৩৭
সবর বা ধৈর্য অবলম্বন	৩৭
তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধিতার পথ অবলম্বন করা	৩৮
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা	৩৮
তাওবা করা, নিজেকে ও অপরকে ইসলাহ্ বা সংশোধন করা	৩৯
হালাল বা পবিত্র রিজিক বা জীবিকা উপার্জন ও ভক্ষণ	৪০
সার্বক্ষণিক কথায় ও কাজে আল্লাহ্‌র তাসবিহ্ বা প্রশংসা ও জিকির বা স্মরণ করা	৪০
পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও পরিবার-পরিজনের আবশ্যকীয় ব্যয় বহন করা	৪০
আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা	৪১
মানুষকে সুসংবাদ দেওয়া	৪১
মানুষের জন্য যাবতীয় বিষয় সহজ করা	৪১
দৈনন্দিন লেনদেন লিখে রাখা	৪২
চুক্তি লিখিত আকারে সম্পাদন	৪২
পরকালের কথা সদা স্মরণে রাখা	৪২
যাবতীয় আমানতের সংরক্ষণ করা	৪৩
আপস-মিমাংসা করা	৪৩
সকল ভালো কাজে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা অবলম্বন	৪৩
হক বা সত্যের উপদেশ দেওয়া	৪৪
বিশুদ্ধ নিয়্যত অবলম্বন	৪৪
২. দৈনন্দিন জীবনে বর্জনীয় বিষয়সমূহ	৪৪
শিরক থেকে মুক্ত থাকা	৪৪
বিদআ'ত থেকে বেঁচে থাকা	৪৫
কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিপরীত আদি, বংশানুক্রমিক জাহিলি রসম ও রেওয়াজ অনুসরণ না করা	৪৬
উপহাস ও দোষারোপ না করা এবং মন্দ নামে না ডাকা	৪৬
অহেতুক ধারণা থেকে বিরত থাকা	৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
গীবত থেকে বিরত থাকা	৪৭
অপবাদ না দেয়া	৪৭
অপরের ছিদ্রান্বেষন বা গোয়েন্দাগিরি না করা	৪৮
মিথ্যা পরিহার করা	৪৮
অভিশাপ না দেওয়া	৪৯
চুরি ও ডাকাতি না করা	৪৯
উপার্জনে হারাম বর্জন	৫০
মদ ও জুয়া থেকে বিরত থাকা	৫০
যিনা-ব্যাভিচার থেকে দূরে থাকা	৫১
সুদ/দাদন দেওয়া ও নেওয়া থেকে বিরত থাকা	৫২
ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া থেকে বিরত থাকা	৫৩
কথা ও কাজে অহংকার না করা	৫৩
মতবিরোধ ও দলাদলিতে লিপ্ত না হওয়া	৫৫
মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া	৫৫
বিদ্রোহ না করা	৫৬
ইয়াতিম ও অন্যের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল ও ভোগ না করা	৫৭
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা	৫৭
লোভ-লালসা পরিহার করে চলা	৫৮
ষড়যন্ত্রমূলক কাজে সম্পৃক্ত না হওয়া	৫৯
আত্মহত্যা না করা	৫৯
অযথা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা	৫৯
মিথ্যা শপথ থেকে বিরত থাকা	৬০
জাদু-টোনা থেকে বিরত থাকা	৬০
রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা এবং খোঁটা প্রদান থেকে বিরত থাকা	৬১
ঝগড়া-ফাসাদ ও গালিগালাজ না করা	৬২
হিংসা করা	৬৩
জেনে-শুনে সত্য গোপন করা	৬৪
কৃপণতা, অপচয় ও অপব্যয় পরিহার করা	৬৪
তোষামোদ পরিহার করা	৬৫
মুআ'মালাত	৬৬
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা নির্দেশক ট্রি বা শাজারাহ্	৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমানত পদ্ধতি	৬৭
১. আল ওয়াদিয়াহ্ বা চলতি হিসাবের আমানত	৬৭
২. মুদারাবা সেভিংস আমানত	৬৭
বিনিয়োগ পদ্ধতি	৬৮
১. অংশীদারিভিত্তিক পদ্ধতি	৬৮
মুশারাকা	৬৮
মুদারাবা	৬৮
২. ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি	৬৮
বাই-মুরাবাহা	৬৮
মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য	৬৮
বাই মুয়াজ্জাল	৬৯
বাই-মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য	৬৯
বাই-সালাম	৬৯
বাই-সালামের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি	৬৯
বাই-ইসতিসনা	৭০
ইসতিসনা চুক্তির বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি	৭০
৩. ইজারা বিল বাই-তাহ্তা শিরকাতুল মিলক বা হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক্-মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি	৭১
হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলকের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি	৭১
৪. ক্বর্দ	৭১
ক্বর্দ-এর বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি	৭১
সূদ ও মূনাফার মধ্যে পার্থক্য	৭২
ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিং এর মধ্যকার পার্থক্য	৭৪
মাক্বাসিদে শারিয়াহ্র পরিচয়	৭৮
মাসলাহা পিরামিড	৭৮
জরুরিয়াত	৭৯
জরুরিয়াতের পাঁচটি শাখা	৭৯
হাজিয়াত	৮০
তাহ্সিনিয়াত	৮০
উপসংহার	৮০

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামের সুসামঞ্জস্যপুর্ণ বিধি-বিধান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সা.-এর পক্ষ থেকে দেওয়া আছে। মানবজীবনে ইসলাম দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা :

ইবাদাত ও মুআ'মালাত। ইবাদাত ও মুআ'মালাত বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো:

ইবাদাত

ইবাদাত শব্দটি '**عَبْدٌ**' (আবদুন) শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ দাসত্ব বা গোলামি করা। এর সম্পর্ক আল্লাহ্র সঙ্গে অর্থাৎ দ্বীনের ইবাদাত অংশকে এক কথায় হাক্কুল্লাহ্ বলা যায়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মৌলিক ইবাদাতসমূহ নিয়মিত পরিপালন করাই হাক্কুল্লাহ।

ইবাদাত হলো কতিপয় মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সে সাথে সালাত বা নামাজ কায়েম করা, সাওম বা রোজা পালন করা, যাকাত আদায় করা ও বায়তুল্লাহ্ অর্থাৎ মক্কায় অবস্থিত কাবা শরিফে হাজ্জ পালন করা। ঈমান আনার পর একজন মুমিনের জন্য এ ইবাদাতগুলো নিয়মিত পরিপালন করা ফরজ অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য।

হাক্কুল্লাহ্র ব্যত্যয় ঘটলে তাওবা করা বাধ্যতামূলক এবং একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লাই তা ক্ষমা করতে পারেন। হাক্কুল্লাহ্র প্রথম বিষয় হলো ঈমান। একজন মানুষ ঈমান আনার পর মুমিন হিসেবে তাঁর পরিচয় স্বীকৃত হয়। নিম্নে ঈমানদার তথা মুমিনের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করা হলো:

মুমিনের পরিচয়

মুমিন '**اَلْمُؤْمِنُ**' শব্দটি আল ঈমান '**اَلْإِيْمَانُ**' শব্দ থেকে এসেছে। ঈমান '**أَمْنٌ**' (আমনুন) মূল শব্দ হতে নির্গত। এর অর্থ শান্তি, প্রশান্তি বা অন্যের শান্তি বা প্রশান্তি নিশ্চিত করা। সুতরাং যে ঈমান আনবে সে মুমিন, আর ঈমানের কারণে সে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি লাভ করবে এবং তার দ্বারা অপরের শান্তি নষ্ট হবে না।

আবার '**أَمَنَةٌ**' (আমানা) শব্দ থেকেও ঈমান শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ নিরাপত্তা পাওয়া অথবা অন্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সুতরাং যে ঈমান আনবে সে ঈমানের কারণে নিজে দুনিয়া ও আখেরাতে সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তার দ্বারা অপরের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে।

ইসলামী পরিভাষায়- যিনি ইসলামী শারিয়াহ্ নির্ধারিত কতিপয় বিষয় যেমন আল্লাহ, শেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ সা., আখিরাত, কিতাব বা আল-কুরআন, ফেরেশতা ও তাকদিরকে মুখে স্বীকার ও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধিবিধান বাস্তব জীবনে কার্যে পরিণত করেন, তাঁকেই মুমিন বলা হয়।

যেসব বিষয়ে ঈমান আনতে হবে

ঈমানের মূল বিষয়গুলো আল-কুরআনে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে:

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ـ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ (سُوْرَةُ اَلبَقَرَة- ২৮৫)

অর্থ: রাসুল, এবং মুমিনগণও, তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে। তারা সবাই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণকে বিশ্বাস করে। (সুরা আল বাক্বারা : ২৮৫)

হাদিসে জিবরাঈলে বর্ণিত আছে, ঈমান হলো-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (ﷺ) بَارِزاً يَوْماً لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرَاِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ اَلإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَبِلَقَائِهٖ وَرُسُلِهٖ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ- (صَحِيْحُ الْبُخَارِى)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. একদিন লোকদেরকে নসিহত করছিলেন, সে-সময় জিবরাঈল আ. এসে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কি? রাসুল সা. বললেন: ঈমান হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ ও পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। (সহিহ বুখারী)

প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ আল-বাইহাকিতে হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন:

اَلْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَتُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ- (البَيْهَقِى)

অর্থ: ঈমান হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুনরুত্থান ও তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস। (বায়হাকি)

মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

মুমিনদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেন:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَاٰتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ– أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ۝

(سُوْرَةُ اَلبَقَرَة-১৭৭)

অর্থ: পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোই পূণ্য বা সৎকর্ম নয়, বরং সৎকর্ম হলো: যে আল্লাহ্‌, পরকাল, ফেরেশতা ও নবী-রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনবে আর তাঁরই মহব্বতে অর্থাৎ ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করবে এবং যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে এবং অভাবে, কষ্টে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করে, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী আর তারাই তাকওয়াবান অর্থাৎ পরহেযগার। (সুরা আল বাক্বারা: ১৭৭)

আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ- أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ۝ (سُوْرَة اَلْحُجُرَات-১৫)

অর্থ: নিশ্চয়ই মুমিন তারা, যারা আল্লাহ্‌ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করে, আর তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সুরা হুজুরাত: ১৫)

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ্‌ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ۝ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ۝ إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى

وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ أُوْلٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۝ (سُوْرَة المُؤْمِنُوْن ١١-١)

অর্থ: নিশ্চিতভাবে সে-সব মুমিনই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত; যারা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও কাজ থেকে বিরত থাকে; যারা যাকাত আদায় করে; এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের* ক্ষেত্রে হেফাজত না করলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারাই হবে সীমালংঘনকারী। এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে সাবধান থাকে; এবং তাদের সালাতসমূহের হেফাজত করে; তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা ফিরদাউস লাভ করবে আর সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সুরা আল মুমিনুন: ১-১১)

রাসুল সা. বলেছেন :

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) اَلإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَدْنٰهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ- (صَحِيْحُ الْمُسْلِم)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, ঈমানের সত্তর অথবা ষাটটির বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বা আল্লাহ্ ছাড়া কোন হুকুমদাতা নেই বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। (সহিহ মুসলিম)

একজন মুমিনের দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় বিষয়সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. করণীয় বিষয় বা কাজ।

২. বর্জনীয় বিষয় বা কাজ।

* ইসলাম পর্যায়ক্রমে দাস-দাসী প্রথার অবসান ঘটিয়েছে, ফলে বর্তমানে দাসীদের বিষয়টি প্রযোজ্য নয়।

দৈনন্দিন জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ

মুমিন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো :

এক. বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করা

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া ইসলামের মহান শিক্ষা। রাসুল সা. বলেন:

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا اِلَى الأَخَرِ- (رَوَاهُ التِّرْمِذِى)

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত: মহানবী সা. বলেছেন, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।
(জা'মি তিরমিজি)

দুই. প্রতিবেশির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

যে কোনো প্রয়োজনে প্রতিবেশী সবার আগে এগিয়ে আসে। আলকুর্আনে সকল প্রকার প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন:

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْأً وَّبِالْوٰلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ – إِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝

(سُوْرَةُ النِّسَاء:٣٦)

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরিক কর না। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম-মিসকিন, প্রতিবেশী, নিকটতম আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, চলার পথের সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাসী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা আন নিসা: ৩৬)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ঈমানের পরিপন্থি কাজ। রাসুল সা. বলেন:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ إِلَى الْأَخَرِ-(رَوَاهُ الْبُخَارِى)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। (সহিহ বুখারী)

রাসুল সা. আরও বলেন:

عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ الَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ- (رَوَاهُ الْبُخَارِى)

অর্থ: হযরত আবু শুরাইহ্ রা. থেকে বর্ণিত: নবী সা. বলেন, আল্লাহ্র কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহ্র কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহ্র কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসুল! কে সেই ব্যক্তি? জবাবে তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। (সহিহ বুখারী)

তিন. অধীনস্থদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা:

বর্তমানে ক্রীতদাস প্রথা না থাকলেও অধীনস্থদের উপর বিভিন্নভাবে জুলুম-অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। সে জন্য রাসুল সা.-এর নির্দেশ অধীনস্থদের বেলায় একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

عَنْ أَبِى ذَرٍّ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدَهُ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ وَيَلْبَسُهُ مِنْ لِبَاسِهِ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ- (رَوَاهُ التِّرْمِذِى)

অর্থ: হযরত আবু যার রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন, তোমাদের ভাইদের আল্লাহ্ তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তাকে তার তা-ই খাওয়ানো উচিত, যা সে নিজে খায় এবং তাকে তা-ই পরিধান করানো উচিত, যা সে নিজে পরিধান করে। তার উপর তার সাধ্যাতীত কর্মভার চাপাবে না। যদি তার উপর কখনো অধিক কর্মভার চাপানো হয়, তবে সে যেন তাকে সাহায্য করে। (জা'মি তিরমিজি)

এ প্রসঙ্গে রাসুল সা.-এর খাদিম হযরত আনাস রা. বলেন:

عَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) قَالَ خَدَمْتُ النَّبِىَّ (ﷺ) عَشَرَ سِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِيْ كَمَا يَشْتَهِىْ صَاحِبِى أَنْ يَّكُوْنَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِىْ فِيْهَا أُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِى لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا أَوْ اَلَا فَعَلْتَ هٰذَا- (سُنَنِ أَبُوْ دَاوُدُ)

অর্থ: হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসুল সা.-এর খেদমত করেছি, তিনি আমাকে কখনো 'উহ্' শব্দটি বলেননি এবং কখনো বলেননি। এটা করনি কেন? ওটা করনি কেন? আমার বহু কাজ তিনি নিজে করে দিতেন। (সুনানি আবু দাউদ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضي الله عنه) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً-(رَوَاهُ التِّرْمِذِى)

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, একজন রাসুল সা.-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, একজন ভৃত্যকে দৈনিক কতবার ক্ষমা করা যায়? জবাবে রাসুল সা. বলেন, প্রত্যহ সত্তরবার। (জা'মি তিরমিজি)

চার. আত্মীয়তার সম্পর্ক/বন্ধন রক্ষা করা

পৃথিবীর মানুষ জন্ম ও বৈবাহিক সূত্রে পরস্পরের আত্মীয়। ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার উপর অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (سُوْرَةُ اَلبَقَرَة : ١٧٧)

অর্থ: সৎকর্ম হলো: যে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ ও নবী-রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনবে আর তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করবে এবং যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে এবং অভাবে, কষ্টে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করে, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী আর তারাই তাকওয়াবান। (আল বাক্বারা: ১৭৭)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ঈমানের দাবি। রাসুল সা. বলেন:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ- (سُنَنِ أَبِى دَاوُد)

অর্থ: কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা হালাল নয়। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামি হবে। (সুনানি আবু দাউদ)

রাসুল সা. বলেন:

عَنْ جُبَيْرِ بْنُ مُطْعِمٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ الرِّحْمِ- (مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحُ)

অর্থ: হযরত জুবায়ের ইবনে মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মিশকাতুল মাসাবিহ)

পাঁচ. নিয়মিত জামাআ'তে সালাত আদায় করা :

সালাত ইসলামের ৫টি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। নিয়মিত জামাআ'তে সালাত আদায় করা মুমিনের জন্য অবশ্য পালনীয় ফরজ। আল কুরআনে আল্লাহ্ তাআ'লা ৮২ বার সালাত কায়েমের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

أَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ ۝ (سُوْرَةَ البَقَرَة:٤٣)

অর্থ: আর তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। (সুরা বাক্বারা:৪৩)

মুমিন ও কাফের ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যই হলো সালাত।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) اَلفَرْقُ بَيْنَ الْإِيْمَانِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةْ ۝ (رَوَاهُ التِّرْمِذِى)

অর্থ: মহানবী সা. বলেন: মুমিন ও কাফের ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যই হলো সালাত পরিত্যাগ করা। (তিরমিযী)

ছয়: সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুমিনের অপরিহার্য কাজ

সমাজের মানুষকে আল্লাহ্ তাআ'লার দেখানো সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সমাজে এমন কিছু লোক থাকা উচিত যারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিবেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (سُوْرَةُ آلِ عِمْرَان- ١١٠)

অর্থ: আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে আর ভালো কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজে বারণ বা বাধা প্রদান করবে, আর তারাই হলো সফলকাম। (সুরা আলে ইমরান- ১০৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ (سُوْرَة اٰلِ عِمْرَان-١١٠)

অর্থ: তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের নির্বাচন করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে। (সুরা আলে ইমরান- ১১০)

একজন মুমিন সমাজের শৃংখলা রক্ষায় সর্বদা সামর্থ্য অনুযায়ী পাহারাদারের ভূমিকা পালন করবে। এ প্রসঙ্গে রাসুল সা. বলেন:

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِى (رضي الله عنه) عَنْ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ (ﷺ) قَالَ مَنْ رَأٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ- (صَحِيْح المُسْلِم)

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরি রা. রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ শারিয়াহ্ বিরোধী কাজ হতে দেখলে সে তা হাত (শক্তি) দিয়ে প্রতিহত করবে। আর যদি তার শক্তি না থাকে তবে মুখ দ্বারা, আর যদি এরও শক্তি না রাখে তবে তা অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (সহিহ আল মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং- ৪৯)

রাসুল সা. আরও বলেন:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَانُ (رضي الله عنه) عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (ﷺ) قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّنْهُ فَتَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ-(جَامِعُ التِّرْمِذِى)

অর্থ: হযরত হুযায়ফা ইবনু ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন: যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, তোমরা অবশ্যই অবশ্যই মানুষকে ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের উপর অবশ্যই আজাব নাজিল করবেন। এরপর আল্লাহ্কে ডাকলে তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না।
(জা'মি তিরমিযী)

সাত : পরস্পর সালাম বিনিময়

সালামের ব্যাপক প্রচলন দরদি সমাজ গঠনের হাতিয়ার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

(سُوْرَةُ اَلنُّوْرْ:٦١)

অর্থ: অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্র নিকট থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন।

(সুরা আন নুর : ৬১)

আল্লাহ্ আরও বলেন:

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا- إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا (سُوْرَةُ اَلنِّسَاءُ: ٨٦)

অর্থ: আর তোমাদেরকে যদি কেউ অভিবাদন করে, তবে তোমরাও তাকে তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন কর অথবা অনুরূপ অভিবাদন ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআ'লা সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (সুরা আন্ নিসা: ৮৬)

মুসলমানদের পরস্পরের উপর ছয়টি হকের অন্যতম হক হলো সালাম। রাসুল সা. বলেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ -

(مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحُ)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, এক মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর ছয়টি হক আছে: অসুস্থ হলে সেবা করবে, মৃত্যু হলে জানাজায় শরিক হবে, দাওয়াত বা আহ্বানে সাড়া দিবে, সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবে, হাঁচি দিলে জবাব দিবে, উপস্থিত অনুপস্থিত সর্ব অবস্থায় সে অপর মুমিনের কল্যাণ কামনা করবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ)

আট: হাদিয়া আদান-প্রদান

ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যদেরকে উপহার ও উপঢৌকন আদান-প্রদান করাকে হাদিয়া বলে। মুসলমানদের পারস্পরিক ভালোবাসা, আস্থা ও বিশ্বাস এবং সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ, আন্তরিকতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাদিয়ার গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। রাসুল সা. বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ تَهَادُوْا تَحَابُّوْا-
(اَلْأَدَبُ الْمُفْرَدُ لِلْبُخَارِي - ٥٩٤)

অর্থ: আবু হুরায়রা রা. নবী সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তোমরা একে অন্যকে হাদিয়া দিবে, তাহলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে। (আল আদাবুল মুফরাদ লিস্ সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং ৫৯৪)

রাসুল সা. বলেন:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِىِّ (ﷺ) قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَاتَحْقِرَنَّ جَارِيَةٌ لِجَارِيَةٍ وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ- (رَوَاهُ الْبُخَارِى)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: নবী করীম সা. বলেন: হে মুসলিম নারী সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। বকরির ক্ষুর পরিমাণ হলেও এমন কিছু আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখ। (সহিহ আল-বুখারি, কিতাবুল হিবা ওয়া ফাদলিহা ওয়াত তাহরিদি আলাইহা)

কাছের প্রতিবেশীকে হাদিয়া প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। হাদিসে বর্ণিত আছে -

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ﷺ) إِنَّ لِى جَارَيْنِ فَإِلٰى أَيِّهِمَا أُهْدِى قَالَ إِلٰى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَاباً- (رَوَاهُ الْبُخَارِى)

অর্থ: হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি রাসুল সা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে, তার মধ্যে কাকে (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) হাদিয়া দিব? তিনি বলেন, যার ঘরের দরজা তোমার অধিক নিকটে সে-ই আগে হকদার।
(সহিহ বুখারি)

নয় : সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বজায় রাখা

সমাজে বসবাসকারী মানুষের সাথে সহাবস্থান করে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকলের সাথে সমঝোতা ও সুসম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ – وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًاْ

(سُوْرَةُ اَلنِّسَاءُ:١١٤)

অর্থ: তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শ করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, কিন্তু যে শলা-পরামর্শ কোনো দান-সাদাকা প্রদান অথবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে পরস্পর সংশোধন ও সন্ধি স্থাপনকল্পে হয়ে থাকে, তা স্বতন্ত্র। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যে এ ধরনের কাজ করবে খুব শীঘ্রই আমরা তাকে বিরাট প্রতিদান দিব।

(সুরা আন-নিসা-১১৪)

সম্প্রীতি ও সহাবস্থান বজায় রাখতে উদ্যোগগ্রহণকারীর জন্য আল্লাহ্র তাআ'লার নিকট রয়েছে বিরাট পুরস্কার। রাসুল সা. বলেন:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمِثْلِ الْجَسَدِ إِذَ إِشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرِ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى- (صَحِيْحُ الْبُخَارِى)

অর্থ: হযরত নুমান ইবনে বাশির রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, তুমি ঈমানদারদের পারস্পারিক সহানুভুতি, দয়া, বন্ধুত্ব এবং অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন শরীরের কোনো একটি অঙ্গ ব্যথা পায়, তখন এর কারণে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই একই ব্যথা অনুভব করে। (সহিহ্ আল-বুখারি, কিতাবুল আদাব)

দশ : ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন মুমিনের দায়িত্ব

আদর্শ সমাজ গঠনে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْاْ (سُوْرَةُ آلِ عِمْرَان - ١٠٣)

অর্থ: আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সুরা আলে ইমরান-১০৩)

ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ থেকে ধৈর্য ধারণ করে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা একজন মুমিনের অপরিহার্য সামাজিক দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

وَأَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ۝ (سُوْرَةُ اَلْأَنْفَالُ-৪৬)

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর। আর পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআ'লা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সুরা আল আনফাল -৪৬)

এগার : পরস্পর দয়া ও অনুগ্রহ করা

মুসলিমগণ সবসময় পরস্পরের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহশীল হবেন এবং এরূপ দয়া ও অনুগ্রহ করার মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়া যায়। রাসুল সা. বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عَمْرٍو (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) اَلرَّ احِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ إِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ-

(اَبُودَاوُدُ وَالتِّرْمِذِى)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআ'লা অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষণ করেন। সুতরাং তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের প্রতি দয়া ও রহমত বর্ষণ করবেন।

(সুনানি আবু দাউদ ও জা'মি তিরমিজি)

বার : সু-সম্পর্ক বজায় রাখা

একজন মুমিন ব্যক্তির পক্ষে অপর মুমিন ব্যক্তির সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যক তথা ঈমানি দায়িত্ব। তিন দিনের বেশি মুসলিম ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়িজ নেই। রাসুল সা. বলেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ النَّبِىِّ (ﷺ) قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَّهْجُرَ مُؤْمِناً ثَلَاثًا فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثُ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اِشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَّمْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ زَادَ أَحْمَدُ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ- (رَوَاهُ أَبِى دَاوُدَ)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন, কোনো মুসলিমের জন্য জায়িজ নেই যে, সে তার কোনো মুমিন ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকে। তিন দিন উত্তীর্ণ হতেই সে যেন তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম দেয়। যদি সে সালামের জবাব দেয়, তবে উভয়েই সওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি সে সালামের জবাব না দেয়, তবে সে পাপী হবে, এবং সালামদানকারী মুসলমান সম্পর্কচ্ছেদজনিত গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। (সুনানি আবু দাউদ)

তের : পরস্পরের দুঃখ-কষ্টে এগিয়ে আসা

সমাজবদ্ধ জীবনে একে অন্যের সহযোগিতা অপরিহার্য। কোনো মুমিন অন্য মুমিনের দুঃখ-কষ্ট ও সংকটে এগিয়ে গেলে আল্লাহ্ তাআ'লা তার বিপদ ও সংকটে সাহায্য করেন। রাসুল সা. বলেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ-(سُنَنُ إبْنُ مَاجَة)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ্ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাআ'লা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাহ্র সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দাহ্ নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে। (সুনানি ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মুকাদ্দামাহ্)

চৌদ্দ : নিজের জন্য যা পছন্দনীয় অন্যের জন্য তা পছন্দ করা

নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয়, অন্যের জন্য তা পছন্দ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসুল সা. বলেছেন:

عَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِىِّ (ﷺ) قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبُّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ-(صَحِيْحُ الْبُخَارِى)

অর্থ: হযরত আনাস রা. নবী করিম সা. থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন, তোমাদের কেহই মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা তার নিজের জন্য পছন্দ করবে। (সহিহ আল বোখারি, আবওয়াবুল মাযালিম ওয়াল কিসাস)

পনের : মুসলমানদের পারস্পারিক সম্পর্ক ও আচরণের ভিত্তি ভ্রাতৃত্ববোধ

মুসলমানদের পারস্পারিক সম্পর্ক ও আচরণের ভিত্তি হলো ভ্রাতৃত্ববোধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআ'লা একে নিয়ামত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ إِخْوَاناً ۚ (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَان: ١٠٣)

অর্থ: আর যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু তখন আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণ কর। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়ে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তাঁরই অনুগ্রহ ও মেহেরবানিতে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ। (সুরা আলে ইমরান-১০৩)

আল্লাহ্ তাআ'লা আরো বলেছেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۚ

(سُوْرَة اَلْحُجُرَاتِ:١٠)

অর্থ: মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (সুরা আল হুজরাত-১০)

রাসুল সা. মুমিনদের সামাজিক দায়িত্বের ব্যাপারে বলেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) لَا تَحَاسَدُوْا وَلَاتَنَاجَشُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوْا وَلَايَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَاناً– اَلْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمُ لَايَظْلِمُهُ وَلَايَخْذِلُهُ وَلَايَحْقِرُهُ – اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ إِلٰى صَدْرِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ - أَنْ يَّحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ - كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ-(صَحِيْح الْمُسْلِم)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন, (হে মুমিনগণ) তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ কর না, একে অন্যের গোপন বিষয় খুঁজ না, একজন অন্যজনের সাথে রাগারাগি কর না, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ কর না, কোনো কিছুর বিনিময়ে একজন অন্যজনকে ক্রয়-বিক্রয় কর না, বরং তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। এক মুসলমান অন্য মুলসমানের ভাই, সে তার ভাইয়ের প্রতি জুলুম করবে না, তাকে লাঞ্চিত করবে না, তাকে অপমান করবে না। আর তাকওয়া এখানে, এরপর হাত দিয়ে তিনবার নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কোনো ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অপমান করে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম। (সহিহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াছ ছিলাতি ওয়াল আদাব, বাবু তাহ্‌রিমি যুলমিল মুসলিমি)

অন্য হাদিসে রাসুল সা. বলেন :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْأَةُ أَخِيْهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى فَلْيُمِطْ – (رَوَاهُ التِّرْمِذِى)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যেকেই অপর মুসলমান ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। যদি সে তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে খারাপ কিছু দেখে, সে যেন সেটা তার থেকে বিদূরিত করে।

(জা'মি তিরমিজি)

وَفِى رِوَايَةٍ أَخَر اَلْمُؤْمِنُ مِرْأَةُ الْمُؤْمِنِ اَلْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَائِهِ- (رَوَاهُ التِّرْمِذِى وَأَبِى دَاوُدُ)

অর্থ: জা'মি তিরমিজি ও সুনানি আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আছে যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের আয়নাস্বরূপ। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। সুতরাং এক মুমিন অপর মুমিনের বিনষ্টকারী বস্তু দূর করবে এবং অনুপস্থিতিতে তার অধিকার সংরক্ষণ করবে। (জা'মি তিরমিজি ও সুনানি আবু দাউদ)

ষোল : অমুসলিমদের সাথে সহাবস্থান

ইসলামী রাষ্ট্রে কিংবা মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিমদের সাথে ভালো ব্যবহার এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। মুসলিমদের মতোই তারা সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

তাদের সম্পর্কে রাসুল সা. বলেছেন:

عَنْ صَفْوَانِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ اِنْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- (سُنَنِ أَبِىْ دَاوُد)

অর্থ: হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম রা. হযরত রাসুল আকরাম সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- মনে রেখ, যে ব্যক্তি কোনো মুয়াহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানি করে অথবা তার কোনো সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি ঐ অত্যাচারী মুসলিমের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র আদালতে অসুমলিমের পক্ষ অবলম্বন করব।

(সুনান আবু দাউদ: ৩০৫২ ও জা'মি আত-তিরমিজি)

সতের : মজলুম, অসহায় ও দুস্থ মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

প্রত্যেক মানুষকে ইসলাম পরস্পরের কল্যাণে মনযোগী হতে এবং ভালোবাসতে শিক্ষা দেয়। আল্লাহ্ তাআ'লা আল্ কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ۚ (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَان: ١١٠)

অর্থ: তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের নির্বাচন করা হয়েছে। (সুরা আলে ইমরান-১১০)

কেউ যেন অন্যকে কষ্ট না দেয় এবং কারো প্রতি জুলুম-অত্যাচার না করে, সেই ধরনের মনোভাব সম্পন্ন করে গড়ে তোলা, মাজলুমকে সাহায্য করা এবং জালিমকে তার যুলুম-অত্যাচার থেকে বাধা দেওয়া ঈমানি দায়িত্ব।

عَنْ أَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ (رضي الله عنه) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ﷺ) يَقُوْلُ مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيَقْوِيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ ' فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ- (اَلْبَيْهَقِى)

অর্থ: হযরত আউস ইবনে শুরাহ্‌বিল রা. থেকে বর্ণিত: তিনি রাসুল সা.-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি জালিমের সাথে থেকে তাকে শক্তি যোগায় অথচ তার জানা আছে যে, লোকটি জালিম, তবে সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল। (বাইহাকি)

রাসুল সা. আরও বলেন:

عَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجِزُهُ ' أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ-

(رَوَاهُ الْبُخَارِى)

অর্থ: হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেন, তুমি তোমার মুমিন ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে জালিম হোক অথবা মাজলুম। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসুল সা.! যখন সে মাজলুম থাকবে তখন আমি তাকে সাহায্য করব। কিন্তু কিভাবে জালিমকে সাহায্য করব? রাসুল সা. বললেন, তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে। আর উহাই হবে তাকে সাহায্য করা। (সহিহ বুখারি, কিতাবু বাদউল ওহি)

আঠার : ইয়াতিম ও মিসকিনের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলাম সকল মানুষের সাথে সদাচারের শিক্ষা দেয়। বিশেষ করে ইয়াতিম ও মিসকিনকে সহায়তা করার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে। ইয়াতিমের হক আদায় না করা ও মিসকিনকে খাবার না দেওয়ার প্রতি আল কুরআনে ভৎর্সনা করে বলা হয়েছে:

أَرَأَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنَ ۝ (سُوْرَةُ الْمَاعُونَ:٣-١)

অর্থ: তুমি কি তাকে দেখেছ যে আখিরাতকে মিথ্যা বলছে? সে-ই তো ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। (সুরা আল মাউন: ১-৩)

আল কুরআনে ইয়াতিমকে সম্মান করতে ও মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে-

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا تَحَاضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝ (سُوْرَةُ الْفَجَر:١٩-١٧)

অর্থ: কখনই নয়, বরং তোমরা ইয়াতিমকে সম্মান কর না এবং মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে উৎসাহ প্রদান কর না আর তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল। (সুরা আল ফজর ১৭-১৯)

যারা দুনিয়ার জীবনে ইয়াতিম, মিসকিন ও বন্দিদের উপকার করে, আল্লাহ্ তাআ'লা তাদেরকে জান্নাত ও জান্নাতের বহু নিয়ামত দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ্ বলেন:

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْناً وَّيَتِيْماً وَّأَسِيْراً اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءًا وَّلَا شُكُوْرًا (سُوْرَةُ الدَهَر:٨)

অর্থ: তারা আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় অভাবগ্রস্ত, ইয়াতিম ও বন্দিদের আহার্য দান করে এবং তাদের বলে আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই তোমাদের খেতে দিচ্ছি, আমরা তোমাদের কাছে এর কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাই না। (সুরা আদ্ দাহর-৮)

অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করাকে আগুন ভক্ষণ করা বলে আল কুরআনে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (سُوْرَةُ النِّسَاء:١٠)

অর্থ: যারা ইয়াতিমের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা যেন তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করায়। আর শীঘ্রই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সুরা আন নিসা-১০)

ইয়াতিমের মাল-সম্পদ আটকে না রেখে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া কর্তব্য, তাদের ভালো মালের সাথে মন্দ মাল মিশ্রিত করে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ এবং কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَاٰتُوْا الْيَتٰمٰى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلٰى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوْباً كَبِيْرًا (سُوْرَةُ النِّسَاء:٢)

অর্থ: আর তোমরা ইয়াতিমের মাল-সম্পদ তাদের দিয়ে দাও, তাদের ভালো মালের সাথে মন্দ মাল মিশ্রিত কর না এবং তাদের মাল-সম্পদ তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে ভক্ষণ কর না। নিশ্চয়ই ইহা কবিরা গুনাহ্। (সুরা আন নিসা-২)

উনিশ : প্রয়োজন পূরণ করা

সামর্থ্য কম, চিন্তা ও পদক্ষেপ সীমিত, প্রয়োজন যাকে অনেক অক্ষম করে দিয়েছে এবং কোনো কৌশল জানা নেই, এমন লোকদের প্রয়োজন পূরণ করা একজন মুসলিমের জন্য কর্তব্য।

মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِلَّاالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَايَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً ۙ (سُوْرَةُ النِّسَاء:৯৮)

অর্থ: তবে পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোনো উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। (সুরা আন নিসা-৯৮)

ঐ সব অসহায় লোকদের মধ্যে রয়েছে নারী, পুরুষ, শিশু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী, গরিব, যুবক ও বৃদ্ধ। ধনীদের যাকাত ও সাদাকায় আল্লাহ্ তাদের অংশ বা হক বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তাদের পার্থিব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ (سُوْرَةُ الذّٰرِيَاتِ:১৯)

অর্থ: আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে। (সুরা আয যারিয়াত-১৯)

অভাবিদের সহযোগিতার জন্য যাকাত আদায় করাকে ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَأَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ ۙ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةُ:৪৩)

অর্থ: আর তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। (সুরা আল বাকারা-৪৩)

একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআ'লা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান দান করেছেন। ক্ষতি বন্ধনের জন্য কষ্ট দেওয়াকে হারাম করেছেন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ

(سُوْرَةُ الْمَاعُوْنَ:৩-২)

অর্থ: সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। (সুরা আল মাউন ২-৩)

অন্যকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রদানে অস্বীকৃতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۙ (سُوْرَةُ الْمَاعُوْنَ : ৭)

অর্থ: এবং তারা নিত্য ব্যবহার্য সামান্য ও ছোটো-খাটো বস্তু অন্যকে প্রদান করতে নিষেধ করে। (সুরা আল মাউন- ৭)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ(رضي الله عنه) كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ(ﷺ) عَارِيَةُ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ إِلَى أَخَرَ- (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدُ)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল সা. এর যুগে আমরা "মাউন" বলতে বালতি এবং পাতিলকে বুঝতাম। (সুনানি আবু দাউদ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. হতে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন- ঘরের উপকারী সকল জিনিসকে মাউন বলে। যেমন: কোদাল, কুড়াল, পাতিল, আগুন, পানি ইত্যাদি। সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য ইসলাম এ সকল বিষয়কে মুমিনের সামাজিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বিশ : সুপারিশ করা

যাদের কথায় সমাজের লোকেরা পরিচালিত হয় তাদের উপর অন্য ভাইদের জন্য সুপারিশ করা একান্ত কর্তব্য। কেননা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত করা ফরজ। আল কুরআনে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۝ (سُوْرَة النِّسَاء: ٨٥)

অর্থ: যে লোক সৎ কাজের জন্য কোনো সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশালী। (সুরা আন নিসা-৯১)

সুপারিশের ব্যাপারে রাসুল সা. বলেছেন:

عَنْ أَبِى مُوْسٰى الْأَشْعَرِيِّ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ اِشْفَعُوْا تُشْفَعُوْا وَيَقْضَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ مَا شَاءَ ۝ (سُنَنُ النَسَائِ)

অর্থ: হযরত আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত: তিনি রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল সা. বলেন, তোমরা সুপারিশ কর, তাহলে তোমাদের জন্যও সুপারিশ করা হবে। (অর্থাৎ যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রয়োজন পুরণ হোক আর না-ই হোক, সুপারিশকারী পুরস্কৃত হবে।) আল্লাহ্ যেভাবে চান সেভাবে তার নবীর ওয়াদা নির্ধারণ করবেন। (সুনানি নাসায়ি)

একুশ : ন্যায়বিচার করা

মানুষের ক্ষতি ও কষ্ট দূর করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকে ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِيْ الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (سُوْرَةُ اَلنَّحْل:٩٠)

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন, এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (সুরা আন নাহল-৯০)

আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেন:

إِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى (سُوْرَة المَائِدَة:٨)

অর্থ: আর তোমরা ন্যায় বিচার কর, তা তাক্বওয়ার অতীব নিকটবর্তী।

(সুরা আল মায়েদাহ: ৮)

বাইশ : ওয়াদা-অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালন করা

ওয়াদা-অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালন করা একজন মুমিনের মানবিক চরিত্র ও গুণাবলির অংশ, সামাজিক শৃঙ্খলার নিয়ামক এবং আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَأَوْفُو بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدْتُّمْ (سُوْرَةُ أَلنَّحْل:٩١)

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

(সুরা আন নাহল-৯১)

আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেন:

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلًا (سُوْرَةُ بَنِى إِسْرَائِيْل : ٣٤)

অর্থ: আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(সুরা বানি ইসরাঈল-৩৪)

ওয়াদা রক্ষা করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ (سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ:٨)

অর্থ: আর যারা তাদের যাবতীয় আমানত ও ওয়াদাসমূহ রক্ষা করে।

(সুরা আল মুমিনুন-৮)

তেইশ : চুক্তি প্রতিপালন করা

দুই ব্যক্তি কিংবা দুই পক্ষের মধ্যে কৃত চুক্তি প্রতিপালন করা সার্বিক শান্তি রক্ষার জন্য অতীব জরুরি। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

يَا أَيُّهَاالَّذِيْنَ أٰمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ (سُوْرَةُ الْمَآئِدَةُ:١)

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা যাবতীয় চুক্তি পূর্ণ কর। (সুরা আল মায়িদা-১)

রাসুল সা. বলেছেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ أِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ﷺ) قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطٰى بِى ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أُجْرَهُ- (رِيَاضُ الصَّالِحِيْن-)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেছেন, আমি হাশরের দিন তিন ব্যক্তির বিপক্ষে বাদি হব:

১. যে ব্যক্তি আমার নামে শপথ করে কোনো বিষয়ে চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করে।
২. যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন লোককে বিক্রি করে এর মূল্য খায় এবং
৩. যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করার পর তার থেকে কাজ আদায় করা সত্ত্বেও তার পারিশ্রমিক দেয় না। (রিয়াদুস সালিহিন, হাদিস নং-১৫৮৭)

কাফের, অমুসলিম ব্যক্তির সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করাও ওয়াজিব।

চব্বিশ : যাকাত, সাদাকাহ্, ফিতর ও কাফ্ফারা প্রদান

অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় মুমিনদের জন্য ফরজ দান (যাকাত)-কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআ'লা আল্ কুরআনের ৮২ জায়গায় উল্লেখ করেন:

وَأَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَأٰتُوْا الزَّكٰوةَ (سُوْرَةُ اَلْبَقَرَة:٤٣)

অর্থ: আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর। (সুরা আল বাক্বারা-৪৩)

যাকাত আদায় করার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রকে সেই ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

আদায়কৃত যাকাতের অর্থ সমাজের দারিদ্র্যপীড়িত, অভাবি, ঋণগ্রস্ত, অসহায়, দাস-দাসির মুক্তি ইত্যাদি প্রভূত সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبِهِمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ- فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ- وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (سُوْرَةُ التَّوْبَة:৬০)

অর্থ: যাকাত ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ-করা প্রয়োজন তাদের দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্তদের, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের এবং মুসাফিরদের জন্য, এই হলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সুরা আত্ তাওবা-৬০)

রমজানের শেষে ঈদুল ফিতরের দিন সাদাকাহ্ প্রদান করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়।

জমিনে উৎপাদিত ফসলে সাদাকাহ্ হিসেবে উশর প্রদান ওয়াজিব করা হয়েছে।

আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরজ ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ করলে যেমন রোজা ভাঙলে, আল্লাহ্র নামে কসম করে ভঙ্গ করলে কাফ্ফারাস্বরূপ সমাজের গরিব-মিসকিনদের খাবার খাওয়ানোর জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ (سُوْرَة اَلْبَقَرَةُ: ১৮৪)

অর্থ: আর এটি যাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে। (সুরা আল বাকারা-১৮৪)

পঁচিশ : দান, খয়রাত ও সাদাকায়ি জারিয়াহ্

দরিদ্র মানুষের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسَاكِيْنَ

(سُوْرَة اَلْمُدَّثِّرُ: ৪৪-৪২)

অর্থ: কিসে তোমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তখন তারা বলল: আমরা সালাত আদায় করতাম না এবং মিসকিনদের খাবার খাওয়াতাম না।

(সুরা আল মুদ্দাসিস্র-৪২-৪৪)

সাদাকায়ে জারিয়াহ্ যেমন- পুল, কালভার্ট, যাত্রীছাউনি, টয়লেট, মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, বৃক্ষরোপণ, জনগণের কল্যাণের জন্য সুপেয় পানি পানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজে হাদিসে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِىِّ (ﷺ) قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَّدْعُوْا لَهُ-

(رِيَاضُ الصَّالِحِيْنِ)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন, যখন কোনো মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি বিষয় ছাড়া। যথা: সাদাকায়ে জারিয়াহ্, এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষের উপকার হয় এবং এমন নেক ও সৎ সন্তান যে বা যারা তার (পিতামাতার) জন্য দুআ' করে।

(রিয়াদুস সালিহিন, অধ্যায়-১৫৮, হাদিস নং-৯৪৯)

ছাব্বিশ : অসিয়্যত

অসিয়্যতের মাধ্যমে বিত্তশালী ব্যক্তি তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও গরিব ও অভাবিদের আর্থিক উপকার করতে পারেন। এর মাধ্যমে মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতিমখানাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সামাজিক কাজ সুসম্পন্ন করা যায়। আর এ কারণে কুরআন মাজিদে অসিয়্যতকে উত্তরাধিকারের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ ۚ (سُوْرَةُ اَلنِّسَاء:١٢)

অর্থ: তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে (সে সম্পত্তিতে) তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের একভাগ, তারা যে অসিয়্যত করে গেছে কিংবা (তাদের) ঋণ পরিশোধ করার পরই (কিন্তু তোমরা এই অংশ পাবে);

(সুরা আন নিসা-১২)

আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۚ (سُوْرَةُ اَلْبَقَرَة:١٨٠)

অর্থ: যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে সম্পদ রেখে যায় তখন পিতামাতা ও নিকটবর্তীদের জন্য অসিয়্যত করা তার উপর ফরজ করা হয়েছে। মুত্তাকিগণের জন্য এটি কর্তব্য। (সুরা আল বাকারাহ্-১৮০)

আলোচ্য আয়াতের বিধান মিরাসের তথা উত্তরাধিকারের বিধানসংক্রান্ত আয়াতের মাধ্যমে মানসুখ বা রহিত হলেও পিতার আগে ছেলের মৃত্যু হলে মৃত ছেলের রেখে যাওয়া বিধবা স্ত্রী ও ইয়াতিম সন্তানদের জন্য এবং এরূপ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অসিয়্যত করা ওয়াজিব এবং এটি ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত একটি মৌলিক নীতি।

তবে অসিয়্যত ব্যক্তির সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি হবে না।

সাতাশ : হিবা

বিনা প্রতিদানে কোনো বস্তু অন্যের মালিকানায় দিয়ে দেওয়াকে 'হিবা' বলে। ধনী ব্যক্তি তার অতিরিক্ত সম্পত্তি অভাবি আপনজন ও দরিদ্র লোকদের অভাব দূরীকরণে ব্যয় করবে। হেবার সম্পদ কখনো ফেরত চাওয়া সমীচীন নয়। রাসুল সা. বলেছেন:

عَنِ إبْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوْءِ الَّذِىْ يَعُوْدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِى قَيْئِهِ-(اَلْبُخَارِى)

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, আমার কাছে এর চেয়ে আর কোনো নিকৃষ্ট উদাহরণ নেই যে, কোনো ব্যক্তি দান করে তা ফেরত চায়। যেমন কুকুর নিজে বমি করে আবার নিজে খাওয়ার জন্য ফিরে যায়। (বুখারি-কিতাবুল হিবা ওয়া ফাদলুহা ওয়াত তাহরিদি আলাইহা)

আটাশ : ক্বর্দ প্রদান

সমাজের মানুষের দৈনন্দিন আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য কর্জে হাসানাহ্ প্রদান করা অতীব জরুরি। ক্বর্দে হাসানাহ্র মাধ্যমে মানুষ সুদ ও দাদনের অভিশাপ থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَأَقْرِضُوْا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمُ أَجْرًا (سُوْرَة اَلْمُزَّمِّلُ:٢٠)

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তা আল্লাহ্র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। (সুরা আল মুয্যাম্মিল-২০)

হাদিসে কর্জে হাসানাহ্ প্রদানে দান-সাদাক্বাহ্ থেকেও বেশি সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে।

উনত্রিশ : ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা

ভালো মানুষ সবসময় ভালো কাজ করতে পছন্দ করে। একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে ব্যাপকভাবে সর্বত্র ভালো কাজ করা, ভালো কাজ চালু করা, ভালো কাজে সহযোগিতা করা, ভালো কাজ করতে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ভালো ও উত্তম কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা উত্তম ও সাওয়াবের কাজ। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ ۚ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة:১৪৮)

অর্থ : আর তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা কর। (সুরা আল বাক্বারা:১৪৮)

মহান আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেন:

وسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ وَّجَنَّةٍ عَرْضُهَاالسَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ

(سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَان:১৩৩)

অর্থ : আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দৌড়ে, প্রতিযোগিতা করে এসো, আর সেই জান্নাতের দিকে (দৌড়ে এসো), যার প্রশস্ততা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সমান; (সুরা আলে ইমরান:১৩৩)

ত্রিশ : সবর বা ধৈর্য অবলম্বন

সবর বা ধৈর্য মানুষের একটি মহত্তম গুণ। ধৈর্যের মাধ্যমে মানুষ কঠিনতম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সার্বিক শান্তি বজায় থাকে। ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে মানুষ মিতব্যয়িতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ তাআ'লা ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন : وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة:১৫৫)

অর্থ : আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। (সুরা আল বাকারা : ১৫৫)

আল্লাহ্ তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেন :

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۙ (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَان : ১৪৬)

অর্থ : আর আল্লাহ্ তাআ'লা ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন। (সুরা আলে ইমরান: ১৪৬)

মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বান্দাহ্দের সবর বা ধৈর্য অবলম্বনের জন্য দোয়া শিখায়েছেন :

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۙ

(سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَان:১৪৭)

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্যের প্রাচুর্য দান কর আর আমাদের পদক্ষেপকে (অবস্থান) মজবুত কর এবং কাফেরদের উপর আমাদের বিজয় দান কর।

(সুরা আলে ইমরান১৪৭:)

একত্রিশ : তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধিতার পথ অবলম্বন করা

জীবনের সবক্ষেত্রে তাজকিয়া বা পরিশুদ্ধিতার পথ অবলম্বনই মুমিনের জীবনের সফলতার চাবিকাঠি। একটি পরিশুদ্ধ সমাজ শান্তির সমাজ। সে সমাজে কোনো জুলুম-অত্যাচার থাকে না। নিজে পরিশুদ্ধিতা অর্জন এবং অন্যদের পরিশুদ্ধ করার কাজ চালিয়ে যাওয়া মুমিনদের ঈমানি দায়িত্ব।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ (سُوْرَةُ الأَعْلٰى:١٤)

অর্থ: যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হলো, সে সফলতা অর্জন করল। (সুরা আল আ'লা-১৪)

আল্লাহ্ তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেন :

هُوَالَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝ (سُوْرَةُ الْجُمُعَة:٢)

অর্থ: তিনি সেই সত্তা, যিনি উম্মিদের (নিরক্ষর) মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবেন, আর তাদের কিতাব ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তাদের তাযক্বিয়া বা পরিশুদ্ধ করবেন। (সুরা আল জুমুআ:২)

বত্রিশ : কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

আল্লাহ্ তাআ'লা এ পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজনে এবং মানুষের জন্যই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে এর বিনিময়ে তাঁর স্মরণ ও ইবাদাতের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদেশ করেছেন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

فَاذْكُرُوْنِىْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَاتَكْفُرُوْنِ ۝ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة :١٥٢)

অর্থ: আর তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তবে আমিও তোমাদের স্মরণ করব, আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অস্বীকারকারী হইও না। (সুরা আল বাক্বারা - ১৫২)

অকৃতজ্ঞ বান্দাহ্কে আল্লাহ্ তাআ'লা কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ۝ (سُوْرَةُ إِبْرَاهِيْم :٧)

অর্থ: আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে আমি তোমাদের (রিজিক) বাড়িয়ে দেব, আর যদি অস্বীকার কর, তবে জেনে রাখ, আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

(সুরা আল ইব্রাহিম: ৭)

তেত্রিশ : তাওবা করা, নিজেকে ও অপরকে ইসলাহ্ বা সংশোধন করা

ছাগিরাহ্ বা ছোট গুনাহ্ অজু, নফল ইবাদাত ও নেক আমল তথা সৎ কাজের মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। কাবিরাহ্ গুনাহ্ মাফের জন্য তাওবা করা শর্ত। তাওবা হলো গুনাহ্র কাজ থেকে স্থায়ীভাবে ফিরে আসা। তাওবার শর্ত ৪টি। যথা: ১) কৃত গুনাহ্ স্বীকার করা, ২) গুনাহ্র কাফ্ফারা আদায় করা, ৩) পুনরায় উক্ত গুনাহ্ না করার সংকল্প করা, ৪) গুনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়া। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ - وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْماً حَكِيْماً ۝(سُوْرَةُ اَلنِّسَاء:١٧)

অর্থ: আল্লাহ্ তাআ'লার নিকট শুধু তাদের তওবাই (কবুলযোগ্য) হবে, যারা ভুলবশত গুনাহ্র কাজ করে, অতঃপর (জানা মাত্রই) তারা দ্রুত (তা থেকে) ফিরে আসে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ্ তাআ'লা দয়া পরবশ হন; আর আল্লাহ্ তাআ'লাই হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী, কুশলী। (সুরা আন নিসা : ১৭)

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً ۝ (سُوْرَةُ التَّحْرِيْم:٨)

অর্থ: ওহে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্র কাছে তাওবা কর একনিষ্ঠভাবে। (সুরা আত্ তাহ্রিম:৮)

সবসময় নিজেকে ও অপরকে ইসলাহ্ বা সংশোধন করা ইসলামের একটি স্থায়ী নীতি। ইসলাহের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হয়। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۝ (سُوْرَةُ الْحُجُرَات:١٠)

অর্থ: নিশ্চয়ই ঈমানদারগণ পরস্পর ভাই-ভাই, অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। (সুরা আল হুজুরাত:১০)

মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ইসলাহ্ বা সংশোধন করা উত্তম কাজ।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন: وَالْإِصْلَاحُ خَيْرٌ -

অর্থ: আর সংশোধন হলো উত্তম কাজ।

চৌত্রিশ : হালাল ও পবিত্র রিজিক বা জীবিকা উপার্জন ও ভক্ষণ

হালাল ও পবিত্র রিজিক বা জীবিকা উপার্জন ও ভক্ষণ আল্লাহ্‌র দরবারে বান্দাহ্‌র ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর বান্দাহ্‌দের জন্য সকল পবিত্র খাদ্য হালাল বা বৈধ করেছেন।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ ۚ (سُوْرَةُ الْمَائِدَة :৪)

অর্থ: তোমাদের জন্য সকল পবিত্র জিনিস বৈধ করা হয়েছে। (সুরা আল মায়িদা :৪)

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন: كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ ۚ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة:৬০)

অর্থ: তোমরা আল্লাহ্‌র দেওয়া রিজিক বা জীবিকা থেকে খাও। (সুরা আল বাক্বারা:৬০)

হালাল জীবিকা অর্জনকারী আল্লাহ্‌র বন্ধু। মহানবী হযরত মোহাম্মদ সা. বলেছেন:

اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ -

অর্থ : জীবিকা অর্জনকারী আল্লাহ্‌র বন্ধু।

পঁয়ত্রিশ : সার্বক্ষণিক কথায় ও কাজে আল্লাহ্‌র তাসবিহ্ বা প্রশংসা ও জিকির বা স্মরণ করা

সার্বক্ষণিক কথায় ও কাজে আল্লাহ্‌র তাসবিহ্ বা প্রশংসা ও জিকির বা স্মরণ করা বান্দাহ্‌র জন্য অবশ্যকর্তব্য। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ۚ (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَان :১৯১)

অর্থ: আর যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায়। (সুরা আলে ইমরান:১৯১)

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

يَاَ ايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۚ (سُوْرَةُ الْاَحْزَاب:৪১)

অর্থ: হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিকভাবে স্মরণ কর। (সুরা আল আহ্‌যাব:৪১)

ছত্রিশ : পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও পরিবার-পরিজনের আবশ্যকীয় ব্যয় বহন করা

পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও পরিবার-পরিজনের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, আবাস, চিকিৎসাসহ প্রভৃতি আবশ্যকীয় ব্যয় বহন করা মুমিন ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۟ (سُوْرَةُ بَنِى إِسْرَاءِيْل: ٢٦)

অর্থ: আর তোমরা নিকটাত্মীয়, অভাবী ও মুসাফিরদের অধিকার আদায় কর। (সুরা বানি ইসরাঈল: ২৬)

পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও পরিবার-পরিজনের ব্যয় বহন করা সাদাকাতুল্য।

পরিবার-পরিজনের ব্যয় বহন করা তাকওয়ার অংশ। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ۟ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة-٣)

অর্থ: আর আমার দেওয়া রিজিক থেকে (পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও পরিবার-পরিজনের জন্য) ব্যয় করে। (সুরা আল বাক্বারা:৩)

সাঁইত্রিশ : আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা

আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর বান্দাহ্‌র প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিনিয়ত বান্দাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করা একান্ত কর্তব্য। বান্দাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করাকে আল্লাহ্ অত্যধিক পছন্দ করেন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۟ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة-٢٢٢)

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের। (সুরা আল বাকারা :২২২)

আটত্রিশ : মানুষকে সুসংবাদ দেওয়া

ভালো ও সুসংবাদ পেলে মানুষ আশাবাদী হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা লাভ করে। সেজন্য একে অপরকে সবসময় ভালো ও সুসংবাদ দেওয়া নৈতিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। হাদিছে মহানবী সা. ভালো ও সুসংবাদ প্রদান করতে উম্মতকে আদেশ করেছেন। রাসুল সা. বলেছেন:

بَشِّرُوْا وَلَاتُنَفِّرُوْا يَسِّرُوْا وَلَاتُعَسِّرُوْا-

অর্থ: সুসংবাদ দাও, জটিল কর না। সহজ কর, কঠিন কর না।

উনচল্লিশ : মানুষের জন্য যাবতীয় বিষয় সহজ করা

মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম সেটা ব্যক্তি কিংবা সামষ্টিক হোক, সহজ করে দেওয়ার মধ্যে উভয়ের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বান্দাহ্ যদি বান্দাহ্‌র কাজ সহজ করে, তবে আল্লাহ্ও তাঁর বান্দাহ্‌র কাজ সহজ করে দেন।

আল্লাহ্ বান্দাহ্কে এ বিষয়ে আল কোরআনে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন:

رَبِّى يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ-

অর্থ: হে আমার প্রভু, আমার কাজকে সহজ করে দাও, আর কঠিন কর না।

হাদিসে মহানবী সা. যাবতীয় কাজ ও বিষয়কে সহজ করার জন্য আদেশ করেছেন:

يَسِّرُوْا وَلَاتُعَسِّرُوْا -

অর্থ: তোমরা সহজ কর, আর কঠিন কর না।

চল্লিশ : দৈনন্দিন লেনদেন লিখে রাখা

যাবতীয় লেনদেন দিন, তারিখ, সময় ও স্বাক্ষীসহ লিখে রাখা অতীব জরুরি। নচেৎ শয়তানের প্ররোচনায় লেনদেনে সম্পৃক্ত যে কোনো পক্ষ ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة:٢٨٢)

অর্থ: আর যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখো। (সুরা আল বাক্বারাহ্ :২৮২)

একচল্লিশ : চুক্তি লিখিত আকারে সম্পাদন করা

মৌখিক চুক্তির কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। লিখিত চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য পরিপালনে অধিকতর সহায়ক। আল্লাহ্ তাআ'লা আল কুরআনে যাবতীয় চুক্তি লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

(سُوْرَةُ الْبَقَرَة-٢٨٢)

অর্থ: আর যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখ। আর লেখক অবশ্যই ইনসাফের সাথে লিখবে। (সুরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮২)

বিয়াল্লিশ : পরকালের কথা সদা স্মরণে রাখা

আখেরাত বা পরকালের জবাবদিহিতা মানুষকে অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। প্রত্যেক মুমিনের সর্বদা পরকালকে স্মরণ করা উচিত। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة:٤)

অর্থ: আর তারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। (সুরা আল বাকারা-৪)

তেতাল্লিশ : যাবতীয় আমানতের সংরক্ষণ করা

আমানত রক্ষা করা ঈমানের অংশ। যার আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই। আমানতের খেয়ানত করা মোনাফেকির লক্ষণ। আমানতের খেয়ানতের ফলশ্রুতিতে সমাজে বিপর্যয় দেখা দেয়। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (سُوْرَةُ النِّسَاء: ٥٨)

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করছেন যে, তোমরা তোমাদের যাবতীয় আমানত উপযুক্ত পাত্রে প্রদান কর। (সুরা আন নিসা:৫৮)

আমানত রক্ষা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ (سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْن:٨)

অর্থ: আর (মুমিন তারা) যারা তাদের যাবতীয় আমানত ও কৃত ওয়াদা পরিপালন করে। (সুরা আল মুমিনুন-৮)

চুয়াল্লিশ : আপস-মিমাংসা করা

মুসলমানদের দুই জন বা দলের মধ্যে কলহ দেখা দিলে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

(سُوْرَةُ اَلْحُجُرَاتُ-١٠)

অর্থ: নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (সুরা আল হুজুরাত-১০)

পঁয়তাল্লিশ : সকল ভাল কাজে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা অবলম্বন

ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা ব্যতীত কোনো কাজে সফলতা পাওয়া যায় না। ঈমান, সৎকাজ ও দ্বীনের ব্যাপারে খুলুছিয়্যত একান্ত জরুরি। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ حُنَفَاءَ (سُوْرَةُ اَلْبَيِّنَة:٥)

অর্থ: আর তাদের আদেশ করা হয়েছিল দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠ করে খালেছভাবে তাঁর বন্দেগি করার জন্য। (সুরা আল বাইয়্যেনাহ্-৫)

ছেচল্লিশ : হক বা সত্যের উপদেশ দেওয়া

হক বা সত্যের উপদেশ প্রদান করা মুমিন ব্যক্তির সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। সত্যের উপদেশ দানকারী ধ্বংস থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তাআ'লা সুরা আসরে বলেন:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ ۝ (سُوْرَةُ الْعَصْرِ)

অর্থ: সময়ের শপথ। নিশ্চয়ই সব মানুষ ধ্বংসে নিমজ্জিত। তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে আর হকের উপদেশ দিয়েছে ও সবর বা ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (সুরা আল আসর)

সাতচল্লিশ : বিশুদ্ধ নিয়্যত অবলম্বন

ইবাদাত ও নেক আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যত থাকা আবশ্যক। বান্দাহ্র কাজের ফল তার বিশুদ্ধ নিয়্যতের উপর নির্ভর করে।

অনেক মৌলিক ইবাদাতে নিয়্যত শর্ত। রাসুল সা. বলেছেন:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ إِلٰى آخِرِ ۝ (مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সা. বলেন যে, নিশ্চয়ই কর্মের ফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। (মেশকাতুল মাসাবিহ)

২. দৈনন্দিন জীবনে বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

মুমিন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে বর্জনীয় বিষয়সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

এক : শিরক থেকে মুক্ত থাকা

আল্লাহ্র জাত ও সিফাতের সাথে অন্য কাউকে শরিক করা হলো শিরক। শিরক্ সবচেয়ে বড় জুলুম ও বড় গুনাহ। আল্লাহ্ তাআ'লা বান্দাহ্দের জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিরক্ থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। শিরকের গুনাহ্ একনিষ্ঠ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝ (سُوْرَةُ لُقْمَان-١٣)

অর্থ: শিরক্ হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ। (সুরা লোকমান:১৩)

আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেন:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ (سُوْرَةُ النِّسَاء-١١٦)

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর সাথে কৃত শিরকের গুনাহ্ তিনি ক্ষমা করবেন না, আর এছাড়া অন্য সব গুনাহ্ তিনি যাকে চাহেন ক্ষমা করেন। (সুরা আন নিসা-১১৬)

দুই : বিদআ'ত থেকে বেঁচে থাকা

বিদআ'ত হলো শারিয়াতে ইবাদাতের মধ্যে নতুন কোনো কিছু চালু করা। ইবাদাতের ক্ষেত্রে নতুন যে কোনো পদ্ধতি চালু করা হারাম ও গোমরাহি। রাসুল সা. বলেছেন:

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ۚ (رَوَاهُ البُخَارِى)

অর্থ: হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন যে, রাসুল সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো জিনিস উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (সহিহ বুখারি)

বিদআ'ত হলো সর্বনিকৃষ্ট জিনিস। রাসুল সা. বলেছেন:

عَنْ جَابِرٍ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) وَشَرُّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ۚ

(المشكاة المصابيح)

অর্থ: হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন যে, রাসুল সা. বলেছেন, সর্বাধিক নিকৃষ্ট জিনিস হলো তা, যা ইসলামের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হয়। (মিশকাতুল মাসাবিহ্)

বিদআ'ত হলো নিকৃষ্ট গোমরাহি। রাসুল সা. বলেছেন:

عَنِ الْعِرْبَاضِ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِىِّ (ﷺ) إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ۚ (تِرْمِذِى' إِبْنُ مَاجَةَ' نَسَائِ' أَبُوْ دَاوُد)

অর্থ: হযরত ইরবাজ রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন: তোমরা ইসলামে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ। কেননা প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত ধর্মীয় বিষয় হলো বিদআ'ত। আর প্রত্যেক বিদআ'তই গোমরাহি। (জা'মি তিরমিজি, সুনানি ইবনে মাযাহ্, সুনানি নাসাঈ, সুনানি আবু দাউদ, মিশকাতুল মাসাবিহ)

তিন : কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিপরীত আদি, বংশানুক্রমিক জাহিলি রসম ও রেওয়াজ অনুসরণ না করা

আল্লাহ্ তাআ'লা মুমিনদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিপরীত আদি, বংশানুক্রমিক রসম ও রেওয়াজের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। এসবের চেয়ে আল্লাহ্‌র বিধান উত্তম। আল্লাহ্ তাআ'লা আল কুরআনে বলেন:

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْأًوَّلَا يَهْتَدُوْنَ (سُوْرَةُ البَقَرَة: ١٧٠)

অর্থ: আর যখন তাদের বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহ্ যা নাজিল করেছেন তা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, আমরা তো ঐ সব বিষয়ের অনুসরণ করি, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষদের পেয়েছি। তখন তাদের বলা হয়, তোমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষগণ যদি সঠিক জ্ঞান না রাখে এবং সঠিক পথের অনুসারী না হয়, তবুও কি তাদেরকে অনুসরণ করবে? (সুরা আল বাক্বারা-১৭০)

চার : উপহাস ও দোষারোপ না করা এবং মন্দ নামে না ডাকা

কোন ব্যক্তিকে উপহাস বা তিরস্কার করা কিংবা মন্দ নামে ডাকা ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। ভারসাম্যপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক সমাজ বিনির্মাণের জন্য মুসলিমকে অবশ্যই এসব মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَانِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَاتَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ (سُوْرَةُ الحُجُرَات : ١١)

অর্থ: হে মুমিনগণ! কোনো জাতি যেন অপর কোনো জাতিকে উপহাস না করে। কেননা, উপহাসকারী জাতি হতে উপহাসকৃত জাতি উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না। ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা নিকৃষ্ট গুনাহের কাজ। (সুরা আল হুজুরাত :১১)

পাঁচ: অহেতুক ধারণা থেকে বিরত থাকা

প্রমাণ ব্যতীত কোনো মুসলিমের প্রতি কু-ধারণা বা অহেতুক খারাপ ধারণা পোষণ করা হারাম। এ কারণে সমাজে অনেক বিশৃংখলা সংগঠিত হয়।

আল্লাহ্ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

(سُوْرَةَ الحُجُرَات : ١٢)

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা গুনাহ্। (সুরা আল হুজুরাত-১২)

ছয় : গীবত থেকে বিরত থাকা

গীবত অর্থ পরনিন্দা বা পরচর্চা। কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়, তাকে গীবত বলে। গীবত করা কবিরা গুনাহ। আল কুরআনে গীবত করাকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার শামিল বলে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং মুসলিমকে অবশ্যই এসব পরিহার করতে হবে।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ –

(سُوْرَةَ الْحُجُرَات:١٢)

অর্থ: তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাদে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। (সুরা আলহুজুরাত-১২)

সাত : অপবাদ না দেয়া

অপবাদ গীবতের চেয়ে গুরুতর অপরাধ। কোনো লোকের মধ্যে যে দোষ নেই, তার প্রতি সে দোষ আরোপ করাকে অপবাদ বলে। আরবিতে একে "বুহ্তান" বলা হয়।

সতী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করা ভয়ানক ধরনের অপরাধ। আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَا تِ الغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِى الدُّ نْياَ وَالْاٰخِرَةِ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (سُوْرَةُ النُّوْر : ٢٣)

অর্থ: যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।

(সুরা আন নুর:২৩)

এ ধরনের অপবাদের জন্য কুরআনে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْاهُمْ ثَمَانِيْنَ

جَلْدَةَ وَلَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدًا- وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ (سُوْرَةُ النُّوْر:8)

অর্থ: যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তাদের সাক্ষী কখনো গ্রহণ কর না। তারা নিজেরাই ফাসেক। (সুরা আন নূর : ৪)

আট : অপরের ছিদ্রান্বেষণ বা গোয়েন্দাগিরি না করা

মানুষের দোষত্রুটি খুঁজে বের করাকে 'ছিদ্রান্বেষন' বলা হয়। এটি কবিরাহ গুনাহ। পৃথিবীতে দোষবিহীন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনো সমাজের মানুষ যদি পরস্পরের দোষত্রুটি অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত হয় এবং তা প্রচার করতে থাকে, তবে সেই সমাজে শান্তি থাকতে পারে না। আল কুরআনে আল্লাহ্ বলেন:

وَلَا تَجَسَّسُوْا – (سُوْرَةُ الحُجُرَات:১২)

অর্থ: এবং তোমরা পরস্পর গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না। (সুরা আল হুজরাত : ১২)

নয় : মিথ্যা পরিহার করা

মিথ্যা সকল গুনাহের মা। মিথ্যা ন্যায়ের মাপকাঠিকে উল্টিয়ে দেয়, বাস্তব সত্যকে বিকৃত করে। একটি মিথ্যা অসংখ্য মিথ্যার জন্ম দেয়। সমাজকে কলুষিত করে। মিথ্যাবাদী কখনো হিদায়াত পেতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন:

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-(سُوْرَةُ المُطَفِّفِيْن:১০)

অর্থ: আর সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য ধ্বংস। (সুরা আল মুতাফফিফীন:১০)

আল্লাহ্ তাআ'লা আরেক জায়গায় বলেন :

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الكَاذِبُوْنَ

(سُوْرَةُ النَّحل:১০৫)

অর্থ: মিথ্যা কেবল তারাই রচনা করে, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী। (সুরা আন নাহল: ১০৫)

আল কুরআনে অন্য জায়গায় রয়েছে:

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُواْ عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةً-(سُوْرَةُ الزُّمَر:৬০)

অর্থ: যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন। (সুরা আল জুমার : ৬০)

দশ : অভিশাপ না দেওয়া

গালমন্দ ও অভিশাপ সামাজিক বন্ধনকে বিনষ্ট করে। কিছু লোক কারো সাথে সামান্য মতবিরোধ হলেই গালিগালাজ ও অভিশাপের বন্যা বয়ে দেয়। এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। রাসুল সা. বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ (ﷺ) قَالَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ – (اِبْنُ حَبَّان)

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেন, মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। (ইবনে হাব্বান)

এগার : চুরি ও ডাকাতি না করা

কারো অনুপস্থিতিতে তার রক্ষিত সম্পদ আত্মসাৎ করা বা তাকে না বলে ভোগ করাকে চুরি বলে। ইসলামের দৃষ্টিতে চুরি করা মহাপাপ ও কবিরা গুনাহ। সম্পদ বান্দাহ্‌র হক। তাই কারো সম্পদ চুরি করে থাকলে তা তাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। সম্পদ ফেরত না দিয়ে তাওবা করলে গুনাহ্ মাফ হবে না। চুরির শাস্তি হাত কেটে দেওয়া।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ۗ

(سُوْرَةُ المَائِدَة:٣٨)

অর্থ: পুরুষ ও নারী - এদের যে কেউই চুরি করবে, তাদের উভয়ের হাত কেটে ফেল; এটা তাদেরই কর্মফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত দণ্ড; (সুরা আল মায়িদাহ্ : ৩৮)

প্রকাশ্যে অন্যের সম্পদ অস্ত্র ঠেকিয়ে জোরপূর্বক দখলে নেওয়াকে ছিনতাই বা ডাকাতি বলা হয়। ডাকাতি চুরির চেয়ে ভয়াবহ গুনাহ। ডাকাতির শাস্তি ভয়াবহ।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُّقَتَّلُوْا أَنْ يُّصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۗ (سُوْرَةُ المَائِدَة:٣٣)

অর্থ: আর যারা আল্লাহ্ ও রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ায়, তাদের শাস্তি হলো: তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা তাদের পার্থিব অপমান। আর তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সুরা আল মায়িদা : ৩৩)

বার : উপার্জনে হারাম বর্জন

হারাম বা অবৈধ উপার্জন ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। উপার্জন হারাম হলে ইবাদাত কবুল হয় না।

হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ তাআ'লা মানুষের আয় ও ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন।

وَعَنْ مَا لِهِ مِنْ أَيْنَ إِكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ إِنْفَقَهُ-

অর্থ: আর সে কোথা থেকে আয় করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে?

তের : মদ ও জুয়া থেকে বিরত থাকা

মদ ও জুয়া নাজায়িজ, হারাম ও মস্ত বড় কবিরা গুনাহ। মদ ও জুয়ার কারণে মানুষের নৈতিক জীবনে ব্যাপকভাবে বিপর্যয় ঘটে।

মদ পান করার শাস্তি হলো ৮০টি বেত্রাঘাত করা।

মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রথম আয়াত হলো:

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا (سُوْرَةُ الْبَقَرَة:٢١٩)

অর্থ: লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন এ দুটির মধ্যে রয়েছে বড় গুনাহ্ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও রয়েছে। তবে এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশি। (সুরা আল বাক্বারা : ২১৯)

মদ ও জুয়া সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত হলো:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى- (سُوْرَةُ النِّسَاء:٤٣)

অর্থ: হে মুমিনগণ ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছে যেও না।
(সুরা আন নিসা : ৪৩)

এ সম্পর্কে তৃতীয় আয়াত হলো:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُوَالاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (المَائِدَة:٩٠)

অর্থ: হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, তোমরা যাতে সফলকাম হতে পার। (সুরা আল মায়িদা : ৯০)

মদ ও জুয়ার মাধ্যমে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ (سُوْرَةُ المَائِدَة:٩١)

অর্থ: শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়। আর আল্লাহ্র স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে চায়। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না? (সুরা আল মায়িদা : ৯১)

চৌদ্দ : যিনা-ব্যাভিচার থেকে দূরে থাকা

ইসলামী পরিভাষায় নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্ভোগকে যিনা বা ব্যাভিচার বলে। যিনা করা মহাপাপ, কবিরা গুনাহ। যিনার শাস্তি ভয়াবহ। যিনা হতে পারে এমন জিনিসের কাছে যাওয়াও নিষেধ। আল্লাহ্ বলেন:

وَلَاتَقْرَبُوْا الزِّنٰى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً (سُوْرَةُ بَنِى إِسْرَاءِيْل:٣٢)

অর্থ: তোমরা যিনা বা ব্যাভিচারের নিকটবর্তীও হইও না। কেননা তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট কাজ এবং ঘৃণিত পন্থা। (সুরা বানি ইসরাঈল : ৩২)

আল্লাহ্ আরও বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (سُوْرَة اَلأَنعَام:١٥١)

অর্থ: তোমরা অশ্লীল কাজের (যিনার) নিকটবর্তী হইও না, যা প্রকাশ পায় এবং গোপন থাকে। (সুরা আল আনআম : ১৫১)

অবিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে তার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত। আল্লাহ্ বলেন:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (سُوْرَة اَلنُّوْر:٢)

অর্থ: ব্যাভিচারিণী ও ব্যাভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত কর। (আল নূর : ০২)

বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে তার শাস্তি রজম বা পাথর মেরে হত্যা করা। রাসুল সা. বলেন:

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ (رضي الله عنه) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ - (صَحِيْحُ البُخَارِى)

অর্থ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ্ সা. বলেন, বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত নারীর সাথে যিনা করলে তাদের শাস্তি একশ' বেত্রাঘাত। অতঃপর রজম। (সহিহ বুখারি)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ- (صَحِيْحُ الْبُخَارى)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, বিছানা যার সন্তান তার (পিতার)। আর ব্যাভিচারীর শাস্তি পাথর (রজম করা)।

(সহিহ বুখারি : ৬৩৬১)

পনের : সুদ/দাদন দেওয়া ও নেওয়া থেকে বিরত থাকা

সুদের ব্যাপারে প্রথম আয়াত নবুয়তের ৫ম বর্ষে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَمَا أٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّباً لِّيَرْبُوَ فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا أٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝ (سَوْرَةُ الرُّوْم:٣٩)

অর্থ : মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা সম্পদ বৃদ্ধি করেনা। কিন্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক, তা হা ই প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পায়। (সুরু আর রুম : ৩৯)

সুদের ব্যাপারে দ্বিতীয় আয়াত হিজরতের পরে ১ - ৪ হিজরী সনের মধ্যে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ ۝ (سَوْرَةُ النِّسَاء -١٦٠)

অর্থ : আর তাদের সূদ গ্রহণের জন্যে, যদিও উহা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। (হালাল সব তাদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি) (সুরা আন নিসা : ১৬০)

সুদ নেওয়া, দেওয়া ও সাক্ষী হওয়া হারাম। তৃতীয় পর্যায়ে আল্লাহ্ সুদকে চূড়ান্তভাবে হারাম করেছেন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۝ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة:٢٧٥)

অর্থ: আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।

(সুরা আল বাক্বারা : ২৭৫)

আল্লাহ্ তাআ'লা সুদকে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ্ বলেন:

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتُ ۝ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة:٢٧٦)

অর্থ: আল্লাহ্ সুদকে ধ্বংস করে দেন আর দান-সাদাকাকে বৃদ্ধি করে দেন। (সুরা আল বাক্বারা : ২৭৬)

সুদখোররা কিয়ামত দিবসে পাগলের ন্যায় উঠবে। আল্লাহ্ বলেন:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ

(سُوْرَةُ البَقَرَة:٢٧٥)

অর্থ: যারা সুদ খায়, তারা (মাথা উঁচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজস্ব স্পর্শ দিয়ে দুনিয়ার লোভ-লালসায় মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। (সুরা আল বাক্বারা : ২৭৫)

চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নেওয়া এবং খাওয়া নিষেধ। আল্লাহ্ বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوا الرِّبٰوا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَان :١٣٠)

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না। (সুরা আ'লি-ইমরান-১৩০)

আল্লাহ্ বকেয়া সুদ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ

(سُوْرَةُ البَقَرَة:٢٧٨)

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং বকেয়া যাবতীয় সুদ ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। (সুরা আল বাক্বারা : ২৭৮)

ষোল : ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া থেকে বিরত থাকা

ঘুষ নেওয়া ও দেয়া হারাম। ঘুষের মাধ্যমে বৈধ জিনিসকে অবৈধ এবং অবৈধ জিনিসকে বৈধ বানিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্যের হক নষ্ট করা হয়। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ۚ (سُوْرَةُ اَلْبَقَرَة :١٨٨)

অর্থ: তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে ঘুষ হিসেবে প্রদান কর না। (সুরা আল বাক্বারা-১৮৮)

সতের : কথা ও কাজে অহংকার না করা

অহংকার একটি গর্হিত কবিরাহ্ গুনাহ্। অহংকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। নিজকে বড় মনে করা, অপরকে নিজের তুলনায় তুচ্ছ মনে করা, খাটো করা, আল্লাহ্র আদেশের বিরুদ্ধে ঔদ্ধ্যত্ব প্রকাশ করে তার প্রতি অবাধ্য হওয়া ও আদেশ অমান্য করা অহংকারের লক্ষণ ও তার আওতাভুক্ত। কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় অহংকারের নিন্দা ও অহংকারীর প্রতি ধিক্কার ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَقَالَ مُوْسٰى إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

(سُوْرَةُ الْمُؤْمِن:٢٧)

অর্থ: মুসা আ. বললেন: আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে, যে হিসাবের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। (সুরা আল মু'মিন :২৭)

আল্লাহ্ তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেন:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝ (سُوْرَةُ أَلنَحَل:٢٣)

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারীদের পছন্দ করেন না। (সুরা আন-নাহল : ২৩)

আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেন:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِأٰدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ أَبٰى وإِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۝ (سُوْرَةُ اَلْبَقَرَة:)

অর্থ: আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, সকলেই সিজদা করল, একমাত্র ইবলিস ব্যতীত। সে অস্বীকার ও অহংকার করল। সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সুরা আল বাকারা : ৩৪)

আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেন:

وَلَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا- إِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝ (سُوْرَة لُقْمَان:١٨)

অর্থ: মানুষের প্রতি মুখ ভেংচি দিও না, ভ্রুকুটি কর না এবং জমিনের উপর অহংকার ভরে চলাফেরা কর না। আল্লাহ্ কোনো গর্ব-অহংকারী লোককে পছন্দ করেন না।

(লুকমান : ১৮)

অহংকার আল্লাহ্র চাদর। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) قَالَ اللّٰهُ تَعٰلٰى اَلكِبْرِيَاءُ رِدَاءِى وَالعَظْمَةُ اِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارَ- (صَحِيْح المُسْلِم)

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা বলেন, অহংকার আমার পোশাক। যে এ পোশাক কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (সহিহ মুসলিম)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه): قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) اَلكِبْرِيَاءُ رِدَاءِى فَمَنْ نَازَعَنِى رِدَاءِى قَصَمْتُهُ – (سُنَنِ اَبُوْ دَاوُد، سُنَنِ إِبْنِ مَاجَه)

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন: অহংকার হলো আমার চাদর। সুতরাং যে ব্যাক্তি তা নিয়ে টানাটানি (অর্থাৎ অহংকার) করবে, আমি তার গর্দান ছিঁড়ে ফেলব। (সুনানি আবু দাউদ ও তিরমিযী)

যে ব্যাক্তি অহংকার করে সে সর্বদা লাঞ্ছিত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. বলেন:

عَنْ عُمَرَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِى أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِى نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ - (بَيْهَقِى، مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحُ)

হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করেন। সে ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে ছোট ও নিকৃষ্ট অথচ (মনে মনে) নিজেকে অনেক বড় মনে করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত মানুষের চোখে সে কুকুর ও শুকরের চেয়ে অধিক ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়।

(বায়হাকী, মিশকাতুল মাসাবিহ্)

আঠার : মতবিরোধ ও দলাদলিতে লিপ্ত না হওয়া

মতবিরোধ ও দলাদলিতে লিপ্ত হলে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। আল্লাহ্ তাআ'লা মতপার্থক্য না করে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا - (سُوْرَةَ اَلْبَقَرَةَ:١٧٦)

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। (সুরা আল বাক্বারা : ১৭৬)

উনিশ : মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া গর্হিত অপরাধ ও কবিরাহ্ গুনাহ। আল্লাহ্ বলেন:

وَالَّذِيْنَ لَايَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ (سُوْرَةُ الفُرْقَان:٧٢)

অর্থ: (মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো) তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। (সুরা আল ফুরক্বান: ৭২)

عَنْ عِمْرَانِ ابْنِ حُصَيْنٍ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ﷺ) مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ مَّصْبُوْرَةٍ كَاذِبًا فَيَتَبَوَّأُ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- (رَاَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ)

অর্থ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন যে, নবী করিম সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো হাকিমের আদালতে বন্দি থাকা অবস্থায় মিথ্যা কসম খায়, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (সুনানি আবু দাউদ, হাদিস নং ৩২২৭)

রাসুল সা. বলেন:

عَنْ سَعِيْدِ إِبْنِ أَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ إِبْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَحْلِفُ لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ اِبْنُ عُمَرَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ﷺ) يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ- (رَاوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ)

অর্থ: হযরত সাঈদ ইবনে আবি উবায়দা রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, একদা হযরত ইবনে উমার রা. জনৈক ব্যক্তিকে কাবার নামে শপথ করতে শুনে তাকে বলেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ্ সা.-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খেল, সে যেন (আল্লাহ্র) সঙ্গে শরিক করল। (সুনানি আবু দাউদ, হাদিস নং ৩২৩৬)

মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা আসলে ৪টি বড় গুনাহে লিপ্ত হয়। প্রথমত- সে মিথ্যা ও মনগড়া কথা বলে, দ্বিতীয়ত- সে যার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তার উপর জুলুম করে। তৃতীয়ত- সে যার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তার উপরও জুলুম করে। কেননা সে তার জন্য হারাম সম্পদ ভোগের ব্যবস্থা করে দেয়। চতুর্থত- সে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে একটি নিষিদ্ধ সম্পদ, প্রাণ বা সম্ভ্রমের উপর অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ বানিয়ে দেয়।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) إِنَّ مِنْ أَشَرِّ الكَبَائِرِ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ- أَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ هٰكَذَا- (بُخَارِى وَمُسْلِم وَتِرْمِذِى)

অর্থ: মহানবী সা. বলেন: জঘন্যতম কবিরাহ্ গুনাহ্ হলো আল্লাহ্র সাথে শরিক করা, মাতাপিতাকে কষ্ট দেওয়া, আর সাবধান, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সহিহ তিরমিজি)

বিশ : বিদ্রোহ না করা

মুসলিম সমাজে বিদ্রোহ করা হারাম। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (سُوْرَةُ اَلشُّوْرَي:٤٢)

অর্থ: শুধুমাত্র তাঁদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে বেড়ায়। যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে। (সুরা আশ্ শুরা : ৪২)

রাসুল সা. আরো বলেছেন: বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্যের মতো এমন অপরাধ আর নেই যা আখেরাতের আজাব ছাড়াও দুনিয়াতেও আজাব অনিবার্য করে তোলে। (জামে তিরমিজি ও সুনানে ইবনে মাযাহ্)

একুশ : ইয়াতিম ও অন্যের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল ও ভোগ না করা

ইয়াতিম ও অন্যের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল ও ভোগ করা শক্ত অপরাধ ও কবিরাহ্ গুনাহ। ইয়াতিমের হক আদায় করা ফরজ এবং ইয়াতিমের উত্তম সম্পদের সাথে নিজের অপবিত্র কিংবা নিম্নমানের সম্পদ মিশিয়ে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَاٰ اتُواْ الْيَتٰمٰى أَمْوَ الَهُمْ وَلَاتَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُوْا أَمْوَ الَهُمْ إِلٰى أَمْوَ الِكُمْ-إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝ (سُوْرَة النِّسَاء:٢)

অর্থ: আর তোমরা এতিমদের ধন-সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দাও এবং অপবিত্র ও খারাপ সম্পদকে পবিত্র ও ভাল সম্পদ দ্বারা পরিবর্তন কর না এবং তাদের সম্পদকে তোমাদের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে ভক্ষণ করো না। নিশ্চয়ই এটা বড় গুনাহ।
(সুরা আন নিসা : ০২)

ইয়াতিমের সম্পদ খাওয়া আর আগুন খাওয়া সমান। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝ (سُوْرَةُ النِّسَاء:١٠)

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা ইয়াতিমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা মূলত তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে, আর অচিরেই তারা প্রজ্জলিত আগুনে প্রবেশ করবে। (সুরা আন নিসা : ১০)

বাইশ : শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিপথগামী করে। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ্ তাআ'লা বান্দাহ্দের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বেঁচে থাকতে আদেশ করেছেন। শয়তানের অনুসরণ করা আল্লাহ্র সাথে বিদ্রোহের শামিল।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (سُوْرَةُ البَقَرَة:٢٠٨)

অর্থ: আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা আল বাক্বারা : ২০৮)

আল্লাহ্ তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেন:

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (سُوْرَة النَّاس:٦-٤)

অর্থ: আর আমি আশ্রয় চাই ঐ শয়তান থেকে যে বারবার ফিরে আসে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। (আর এ শয়তান) মানুষ ও জ্বীনের মধ্য থেকে।

(সুরা আন নাস : ৪-৬)

তেইশ : লোভ-লালসা পরিহার করে চলা

লোভ-লালসা মানুষকে অবৈধ পথে উপার্জনে ধাবিত করে। অল্পে তুষ্টি হলো ধনাঢ্যতা। লোভ মানুষের একটি স্বাভাবিক ঝোঁক। মানুষের মন সংকীর্ণতা ও লালসার প্রতি দ্রুত আসক্ত ও ধাবিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ বলেন:

وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ (سُوْرَةُ النِّسَاء-١٢٨)

অর্থ: আর প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার সাথে লোভের উপস্থিতি রয়েছে। (সুরা আন নিসা-১২৮)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ (سُوْرَةُ اَلنِّسَاء-٣٢)

অর্থ: যার দ্বারা আল্লাহ্ তাআ'লা তোমাদের কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কর না। (সুরা আন নিসা-৩২)

মহানবী সা. বলেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُوْلُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ مِثْلُ وَادٍ مَالاً لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلَأُ عَيْنُ ابْنُ اٰدَمَ إِلَّا التُّرَابُ- وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ- (صَحِيْحُ الْبُخَارِى)

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, বনি আদমের চাহিদা কেবল ছাই দিয়ে পূরণ করা সম্ভব। তার যদি পাহাড় পরিমাণ সম্পদ থাকে তবে সে আরও সম্পদ চাইবে। বনি আদমের চাহিদা ছাই ছাড়া আর অন্য কিছু দিয়ে মেটানো সম্ভব নয়। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৪৩৭)

চব্বিশ : ষড়যন্ত্রমূলক কাজে সম্পৃক্ত না হওয়া

যে কোনো ভালো, সৎ ও মারুফ কাজের উদ্যোগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা ও তা নস্যাৎ করার জন্য চক্রান্ত করা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ ও হারাম। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

لَاخَيْرَفِى كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ إِلاَّمَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوْفٍ

(سُوْرَةُ اَلنِّسَاء-١١٤)

অর্থ: তাদের বেশি বেশি গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকে কোনো কল্যাণ নেই। তবে যে বৈঠকে সাদাকা প্রদান অথবা ভালো কাজের আদেশ প্রদান করা হয়, তা ব্যতীত। (সুরা আন নিসা-১১৪)

পঁচিশ : আত্মহত্যা না করা

নিজেকে নিজে হত্যা করা হলো আত্মহত্যা। যেমন- বিষ পান, গলায় ফাঁস, ইচ্ছাকৃতভাবে রেল বা গাড়ির নিচে পড়া কিংবা পাহাড় বা ছাদের উপর থেকে লাফ দেওয়া, বন্দুক কিংবা অন্য কোন ধারাল ছুরি বা অস্ত্র দ্বারা স্বহস্তে নিজেকে খুন করা ইত্যাদি।

আত্মহত্যা করা নিষেধ। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَلَاتَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ (سُوْرَةُ النِّسَاء:٢٩)

অর্থ: আর তোমরা নিজেদের হত্যা কর না। (সুরা আন নিসা : ২৯)

নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া নিষেধ। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَلَاتُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة:١٩٥)

অর্থ: তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ কর না।
(সুরা আল বাক্বারা : ১৯৫)

ছাব্বিশ : অযথা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা

অযথা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা ঈমানদারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেহুদা কথা ও কাজ মানুষের ওজন ও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (سُوْرَةُ اَلْمُؤمِنُوْن-٣)

অর্থ: আর (তারাই মুমিন) যারা অযথা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে। (সুরা আল মুমিনুন : ০৩)

মূর্খ লোকের আহ্বান সতর্কভাবে এড়িয়ে যাওয়া উত্তম। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا۝(سُوْرَةُ الفُرْقَان:٦٣)

অর্থ: আর যখন মূর্খ লোকেরা কোনো বিষয়ে আহ্বান করে তখন তারা বলেন সালাম অর্থাৎ সালামের সাথে তার আহ্বান বর্জন করে। (সুরা আল ফুরকান:৬৩)

সাতাশ : মিথ্যা শপথ থেকে বিরত থাকা

মিথ্যা শপথ করা কবিরাহ্ গুনাহ। মিথ্যা শপথের মাধ্যমে অন্যের হক্ব নষ্ট করা হয়। তাই মিথ্যা শপথ বড় জুলুম। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُوْلٰئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَايَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَايُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ۝

(سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَان:٧٧)

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র নামে ওয়াদা করে ও কসম খেয়ে তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র স্বার্থ লাভ করে, আখেরাতে তাদের কিছুই প্রাপ্য থাকবে না, আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। অধিকন্তু তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সুরা আ'লি ইমরান-৭৭)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য নয় জেনেও কোনো সম্পত্তির দাবিতে শপথ করে, সে আল্লাহ্কে রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে পাবে।

আটাশ : জাদু-টোনা থেকে বিরত থাকা

জাদু-টোনা ও ভেলকিবাজির মাধ্যমে মানুষের সমূহ ক্ষতি সাধন করা হয়। ইহা কবিরাহ্ গুনাহ। অভিশপ্ত শয়তানের মানুষকে জাদু শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র সাথে শিরক্ করা। জাদুকরের শরিয়ত বিহিত শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। বর্তমান ইরাকের ব্যবিলন শহরে হারুত ও মারুত নামক দুজন ফিরিশতার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَمَاهُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ أَحَدٍ إِلَّابِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَايَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِى الْأٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۝ (سُوْرَةُ البَقَرَة:١٠٢)

অর্থ: তারা উভয়ে কাউকে জাদু শিক্ষা দেওয়ার আগে এ কথা বলে দিত যে, আমরাতো পরীক্ষাস্বরূপ। কাজেই তোমরা কুফুরিতে লিপ্ত হইও না। তারপর তাদের কাছে লোকেরা এমন জাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। অথচ তারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। তারা যে জাদু শিখত তা তাদের শুধু ক্ষতি করত, উপকার করত না। আর তারা এও জানত যে, যে ব্যক্তি জাদু আয়ত্ত করবে, আখেরাতে তার কোনো অংশ প্রাপ্য নেই। (সুরা আল বাক্বারাহ্ :১০২)

উনত্রিশ : রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা এবং খোঁটা প্রদান থেকে বিরত থাকা

রিয়া বা অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা কবিরাহ্ গুনাহ। রিয়া মুনাফিকির বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ۝ (سُوْرَةُ النِّسَاء:١٤٢)

অর্থ: তারা মানুষকে দেখায় এবং আল্লাহকে কদাচিৎ স্মরণ করে। (সুরা আন নিসা :১৪২)

রিয়া হলো শিরক এবং তার জন্য আখেরাতে কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝ (سُوْرَة الْمَاعُون-٧-٨)

অর্থ: সেই সব নামাজির জন্য ধ্বংস, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে এবং মানুষকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে অস্বীকার করে। (সুরা আল মাউন: ৪-৭)

খোঁটা প্রদানের কারনে ব্যক্তির সাদাকা ও দান নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ۝ (سُوْرَةُ اَلْبَقَرَة:٢٦٤)

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ ব্যক্তির ন্যায় খোঁটা প্রদান করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের সাদাকাগুলো নষ্ট কর না, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তার সম্পদ ব্যয় করে। (সুরা আল বাক্বারাহ-২৬৪)

আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেন :

وَمَنْ يَّرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا ۝

(سُوْرَةُ اَلكَهف-١١٠)

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভের আশা করে, তার সৎ কাজ করা উচিত এবং নিজের রবের ইবাদাতে কাউকে শরিক করা উচিত নয় অর্থাৎ অন্যকে দেখিয়ে খুশি করার উদ্দেশ্যে ইবাদাত করা উচিত নয়। (সুরা আল কাহাফ-১১০)

ত্রিশ : ঝগড়া-ফাসাদ ও গালিগালাজ না করা

ঝগড়া-ফাসাদ ও গালিগালাজের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়, শত্রুতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি পায়। অশ্লীল বাক্য ব্যবহারের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (سُوْرَةُ الهُمَزَة:١)

অর্থ: পিছনে ও সামনে প্রত্যেক পরনিন্দাকারী ও প্রকাশ্য দোষারোপকারীর দুর্ভোগ ও ধ্বংস। (সুরা আল হুমাযা-০১)

অশ্লীল গালিগালাজ ও ঝগড়া-ফাসাদের শাস্তি ও পরিণাম সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) العَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدُ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ-(صَحِيْحُ البُخَارى)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: তিনি রাসুল সা.-কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই বান্দাহ্ এমন কিছু কথা বলে যার পরিণাম সম্পর্কে সে চিন্তাও করে না। অথচ এ কথা বলার কারণে সে জাহান্নামের এমন গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে যার দূরত্ব মাশরিক ও মাগরিবের দূরত্বের চেয়েও অধিক। (সহিহ বুখারি : ৬০৩৩)

ঝগড়া-ফাসাদ ও গালিগালাজকারী অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তি। মহানবী সা. বলেন:

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اِتْقَاءَ فُحْشِهِ - (صَحِيْحُ البُخَارِى)

অর্থ: হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন, মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি, যার অশালীন ও খারাপ আচরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে বা তার থেকে দূরে থাকে। (সহিহ বুখারি : ৫৭০১)

ঝগড়াটে ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট। হাদিসে বলা হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللّٰهِ الْأَلَدُّ الخَصِمِ-(صَحِيْحُ البُخَارِى)

অর্থ: হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট অতিরিক্ত ঝগড়াটে ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট। (সহিহ বুখারি : ৪১৬৯)

একত্রিশ : হিংসা করা

হিংসা একটি মানবিক দুর্বলতা ও অসৎ গুণ। অন্যের ভালোতে কষ্ট অনুভব করা, তার ধ্বংস কামনা করা ও ধ্বংস হলে আনন্দিত হওয়া, এগুলোই হিংসা।

হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাওয়া জরুরি। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (سُوْرَةُ اَلْفَلَق-৫)

অর্থ: আর (তুমি বল, আমি আশ্রয় চাই) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (সুরা আল ফালাক : ০৫)

ইহুদিরা রাসুল সা. কে হিংসা করত। আল্লাহ্ বলেন :

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ (سُوْرَةُ اَلنِّسَاء-৫৪)

অর্থ: নাকি আল্লাহ্ তাআ'লা যা কিছু তাঁকে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য তারা মানুষের সাথে হিংসা করে। (সুরা আন নিসা : ৫৪)

স্বল্প জ্ঞানীরাই হিংসা-বিদ্বেষ করে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا بَلْ كَانُوْا لَايَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا (سُوْرَةُ اَلْفَتَح-১৫)

অর্থ: অতঃপর অচিরেই তারা বলবে, বরং তোমরা আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ করছ। বরং তারা খুব কমই বুঝে। (সুরা আল ফাতাহ : ১৫)

হিংসা আগুনের মতোই নেক আমলকে জ্বালিয়ে দেয়। হাদিসে বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِىِّ (ﷺ) قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الحَسَدَ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَبَ- (أَبُوْدَاوُد- مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْح)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন: তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা নেক আমল এমনভাবে খেয়ে ফেলে (ধ্বংস করে দেয়) যেমনভাবে আগুন কাঠখন্ডকে খেয়ে ফেলে (অর্থাৎ জ্বালিয়ে দেয়)। (সুনানি আবু দাউদ-মেশকাতুল মাসাবিহ)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِىِّ (ﷺ) قَالَ: وَلَا تَحَاسَدُوْا- (صَحِيْحُ الْبُخَارِى)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন, আর তোমরা পরস্পর হিংসা কর না। (সহিহ বুখারি : ৫৬৩৮)

বত্রিশ : জেনে-শুনে সত্য গোপন করা

জেনেশুনে সত্য গোপন করা কবিরাহ গুনাহ বা মহাপাপ। আল্লাহ্ তাআ'লা আল কুরআনে বলেন:

وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة:٤٢)

অর্থ: আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ কর না, আর জেনেশুনে সত্যকে গোপন কর না। (সুরা আল বাক্বারা: ৪২)

সত্য গোপনকারী বড় জালিম বা অত্যাচারী। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ۝ (سُوْرَةُ اَلْبَقَرَةُ:١٤٠)

অর্থ: ঐ ব্যাক্তির চেয়ে অধিকতর জালিম বা অত্যাচারী আর কে হতে পারে? যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কাছে থাকা কোনো সাক্ষ্য গোপন রাখে। (সুরা আল বাক্বারা:১৪০)

তেত্রিশ: কৃপণতা, অপচয় ও অপব্যয় পরিহার করা

আবশ্যকীয় ব্যয় করতে অনীহাকে কৃপণতা বলে। কৃপণতা করা হারাম। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلٰى عُنُقِكَ ۝ (سُوْرَةُ بَنِى إِسْرَاءِيْل :٢٩)

অর্থ: আর তোমার হাত কাঁধের সাথে বেঁধে রেখোনা। অর্থাৎ কৃপণতা করনা। (সুরা বনী ইসরাঈল : ২৯)

আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেন-

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُواْ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّٰه بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَان :١٨٠)

অর্থ: যারা আল্লাহর দেয়া সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করে, তারা যেন মনে না করে যে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য ভাল। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। যে জিনিস নিয়ে তারা কার্পণ্য করে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (আলে ইমরান: ১৮০)

আল কুরআনে আরও বলা হয়েছে

الَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتَا هُمُ ٱللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝ (سُوْرَةُ اَلنِّسَاء-٣٧)

অর্থ: আর যারা কৃপণতা করে এবং মানুষদেরকে কৃপণতার আদেশ দেয় এবং আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দান করেছেন, তা গোপন করে আর কাফেরদের জন্য আমরা অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সুরা আন নিসা: ৩৭)

অর্থ সম্পাদ অযথা নষ্ট করা অপচয়। অপচয় করা হারাম। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন-

وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ (سُوْرَةُ الأَعْرَاف- ٣١)

অর্থ: আর তোমরা অপচয় করনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআ'লা অপচয়কারীকে পছন্দ করেননা। (সুরা আ'রাফ: ৩১)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা অপব্যয়। অপব্যয় করাও হারাম।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন-

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَحْسُوْرًا ۝ (سُوْرَةُ بَنِى إِسْرَاءِيْل :٢٩)

অর্থ: আর তোমার হাতকে পুরোপুরি বিস্তৃত করে দিওনা, তাহলে তুমি অনেক নিন্দিত, ধিকৃত ও দরিদ্র হয়ে পড়বে। (সুরা বনী ইসরাঈল:২৯)

আল্লাহ্ তাআ'লা আল কুরআনে আরেক জায়গায় বলেন-

وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ (سُوْرَةُ بَنِى إِسْرَاءِيْل :٢٦-٢٧)

অর্থ: আর অপব্যয় করনা, কোনরুপ অপব্যয়। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুকে অস্বীকারকারী। (সুরা বনী ইসরাঈল: ২৬-২৭)

চৌত্রিশ: তোষামোদ পরিহার করা

তোষামোদ মানবচরিত্রের অত্যন্ত খারাপ বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে ব্যক্তি অন্যকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজের প্রাপ্যের অতিরিক্ত আদায় করে নেয়। রাসুল সা. বলেন-

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ (ﷺ) أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ - (صَحِيْحُ الْمُسْلِم -٧١٤٢)

অর্থ : হযরত আবু মা'মার রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আমিরগণের মধ্য থেকে কোন একজনের প্রশংসা করছিলেন, আর মিকদাদ তার উপর বালি নিক্ষেপ করা শুরু করলেন এবং বললেন- আল্লাহ্র নবী রাসুল সা. আমাদেরকে আদেশ করে বলেন- আমরা যেন অতিরিক্ত প্রসংশা কারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করি। (সহিহ মুসলিম হাদিস নং-৭১৪২)

মুআ'মালাত

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্যাবলি মুআ'মালাতের অন্তর্ভুক্ত। ইবাদাত ও মুআ'মালাতের সমন্বয়েই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা ইসলাম। সাধারনত মৌলিক ইবাদাতসমূহ পরিপালনে মানুষের দিনের চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অল্প বা সামান্য সময়ই যথেষ্ট। অবশিষ্ট পুরো সময়টাই মানুষকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, পারস্পরিক লেনদেনসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। বান্দাহ্‌র সাথে বান্দাহ্‌র তথা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরস্পরের অধিকার সর্বোপরি "হাক্কুল ইবাদ" উক্ত মুআ'মালাতের অন্তর্ভুক্ত।

নিম্নে মুআ'মালাতের অন্তর্ভুক্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রিক বিষয়াবলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণিত হলো: যথা:

পারিবারিক বিধি, যথা: বিবাহ্ - তালাক, সন্তান লালনপালন, প্রাথমিক শিক্ষা, উত্তরাধিকার আইন, ভরণপোষণ, ইয়াতিমের প্রতি দায়িত্ব পালন ইত্যাদি।

সামাজিক বিধি, নিকটতম আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক বিধি, আয়-ব্যয়, উৎপাদন ও ভোগে হালাল হারামের বিধান, শ্রমের মূল্য ও শ্রমিকের অধিকার, বাজার ব্যবস্থাপনা, যাকাত, উশর, সাদাক্বাহ্, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইত্যাদি।

রাজনৈতিক বিধি: সরকার ব্যবস্থা, মাজলিশ-ই-শুরা, নির্বাচন পদ্ধতি, স্থানীয় সরকার পদ্ধতি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা নির্দেশক ট্রি বা শাজারাহ্ :

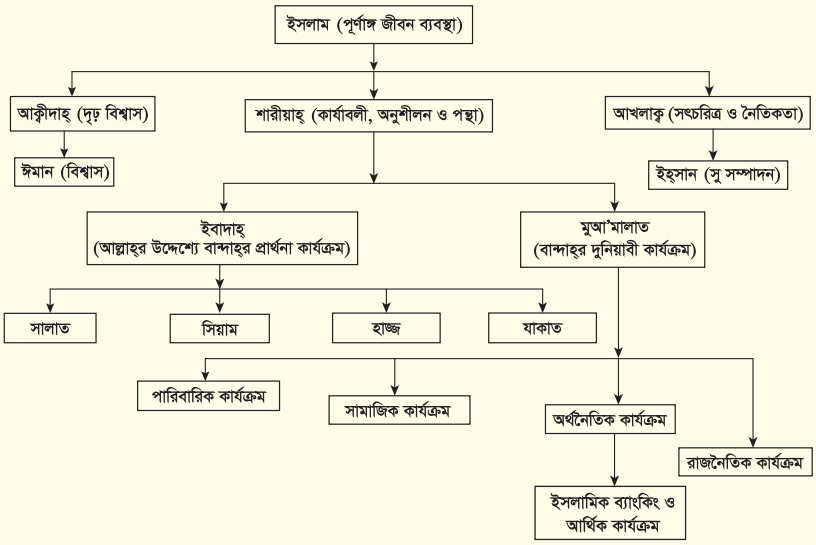

ঢাকা ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

মুআ'মালাতের আওতাধীন অর্থনৈতিক বিধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির একটি প্রায়োগিক ক্ষেত্র।

নিম্নে ঢাকা ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করা হলো:

ঢাকা ব্যাংক লি: ইসলামী ব্যাংকিং বিভাগ ইসলামী ব্যাংকিং শাখার মাধ্যমে ইসলামী শারিয়াহ্ অনুযায়ী গ্রাহকদের কাছ থেকে জমা গ্রহণ করে গৃহীত জমার অর্থ উদ্যোক্তা গ্রাহকদের মাঝে তাদের আর্থিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। নিম্নে ঢাকা ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আমানত বা জমা গ্রহণ এবং বিনিয়োগ প্রদানের পদ্ধতিসমূহ বর্ণিত হলো।

আমানত পদ্ধতি

আমানত বা জমা গ্রহণের পদ্ধতি প্রধানত দুই ধরনের। যথা:

১. আল ওয়াদিয়াহ্ বা চলতি হিসাবের আমানত

ব্যবহারের অনুমতিসহ চাহিবামাত্র ফেরত প্রদানের শর্তসাপেক্ষে স্বেচ্ছায় নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কিছু আমানত বা গচ্ছিত রাখাকে "আল ওয়াদিয়াহ্" বলা হয়। ঢাকা ব্যাংক লি: ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহ "আল ওয়াদিয়াহ্" নীতিমালার ভিত্তিতে চলতি হিসাব খুলে জনগণের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে ব্যাংকের তহবিল গঠন করে থাকে।

গ্রাহক যে কোনো সময় "আল ওয়াদিয়াহ্" হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারেন এবং গ্রাহক এতে কোনো ঝুঁকি বহন করেন না বিধায় উসূলে ফিক্বহের নীতি "اَلْغُنْمُ بِالْغُرْمِ وَ الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ" অর্থাৎ "লাভ ঝুঁকির সাথে ও ঝুঁকি লাভের সাথে" অনুযায়ী ব্যাংক উক্ত হিসাবে কোনো মুনাফা প্রদান করে না।

২. মুদারাবা সেভিংস/সঞ্চয়ী হিসাবের আমানত

মুদারাবা এক প্রকার লাভ-লোকসানে অংশীদারিভিত্তিক ব্যবসা। এ ব্যবসায় একপক্ষ মূলধন সংগ্রহ করে। অপরপক্ষ ঐ মূলধন দিয়ে স্বীয় শ্রম ও মেধা খাটিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং উভয়ে চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফার অংশ লাভ করে। এখানে ডিপোজিটর বা আমানতকারী সাহিবুল মাল বা রাব্বুল মাল এবং ব্যাংক হলো মুদারিব। সঞ্চয়ী ও বিভিন্ন মেয়াদি জমা গ্রহণে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ব্যাংক প্রাক্কলিত তথা সম্ভাব্য মুনাফার হার ঘোষণা করে সাময়িকভাবে উক্ত হিসাবে মুনাফা বণ্টন করে থাকে। বছর শেষে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফার সাথে বছরের শুরুতে ঘোষিত প্রাক্কলিত মুনাফার হার সমন্বয় করে চূড়ান্ত মুনাফার হার বের করা হয়। চূড়ান্ত মুনাফার হার পূর্বে ঘোষিত প্রাক্কলিত মুনাফার হারের চেয়ে বেশি হলে অতিরিক্ত প্রাপ্য মুনাফা গ্রাহকদের প্রদান করা হয় আর কম হলে তা ফেরত নেওয়া হয় অথবা এহ্সানের ভিত্তিতে ব্যাংক তার পাওনা দাবি ছেড়ে দেয়।

বিনিয়োগ পদ্ধতি

ইসলাম সুদকে হারাম আর ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিয়োগকে বৈধ ঘোষণা করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. অংশীদারিভিত্তিক পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে দু'ধরনের বিনিয়োগ হয়ে থাকে। যথা:

ক. মুশারাকা : যে কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মূলধন ও লাভ-লোকসানে অংশীদার হওয়ার চুক্তিতে কোনো কারবার পরিচালনা করে, তাকে মুশারাকা বলে। ব্যবসায়ে লাভ হলে চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে অংশীদারগণ তা ভাগ করে নেয়, আর লোকসান হলে নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করে। রাসুলুল্লাহ্ সা.-এর আবির্ভাবকালে আরবজাহানে এ ধরনের কারবারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। নবুওয়াত ও রিসালাত প্রাপ্তির পর তিনি এ ধরনের কারবার বহাল রাখেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন।

খ. মুদারাবা : মুদারাবা এক প্রকার লাভ-লোকসানে অংশীদারীভিত্তিক ব্যবসা। এ পদ্ধতিতে একপক্ষ ব্যবসায় মূলধন সরবরাহ করে। অপরপক্ষ ঐ মূলধন দিয়ে স্বীয় শ্রম ও মেধা খাটিয়ে সরাসরি ব্যবসা পরিচালনা করে এবং উভয়ে চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফায় অংশ লাভ করে।

তাই যে কারবারে একপক্ষ মূলধন যোগান দেয় এবং দ্বিতীয় পক্ষ শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে এবং চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ গ্রহণ করে, তাকে মুদারাবা বলে। এ ধরনের কারবারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক যেহেতু মূলধন সরবরাহ করে, তাই ব্যাংককে বলা হয় সাহিবুল মাল বা রাব্বুল মাল এবং গ্রাহক বা ব্যবসায়ী তার স্বীয় শ্রম, মেধা ও সময়কে কাজে লাগায় বলে গ্রাহককে বলা হয় মুদারিব।

২. ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি : ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির অধীনে নিম্নে বর্ণিত বিনিয়োগ প্রোডাক্টসমূহ রয়েছে। যথা:

ক. বাই-মুরাবাহা : প্রথম মূল্যের (ক্রয়মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলা হয়।

বাহ্‌রাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা "AAOIFI" বাই-মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে:

"ক্রয়মূল্যের উপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রি করাকে বাই-মুরাবাহা বলে। এই লাভ বিক্রয়মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা 'থোক'ও হতে পারে। ক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া এই লেনদেন সম্পন্ন হলে তাকে সাধারণ মুরাবাহা বলা হয়। আর পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো পণ্য ক্রয় করাকে ব্যাংকিং মুরাবাহা বলে।

মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য

মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ। যথা:

- মুরাবাহায় তিনটি পক্ষ থাকে। যথা: ক) ব্যাংক, খ) বিক্রেতা (যার নিকট থেকে প্রথমবার মাল ক্রয় করা হয়েছে), গ) ক্রেতা (বিনিয়োগ গ্রাহক)

- বিনিয়োগ গ্রাহক তাঁর চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করে দেওয়ার জন্য ব্যাংককে অনুরোধ করবেন এবং ব্যাংক কর্তৃক উক্ত পণ্য ক্রয়ের পর গ্রাহক তা ক্রয় করে নেওয়ার অঙ্গীকার করবেন।
- বিক্রয়ের সময় মুরাবাহা পণ্যের ক্রয়মূল্য অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
- লাভই মুরাবাহার মূল কথা। মুরাবাহার ক্ষেত্রে লোকসানের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক।
- মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের অস্তিত্ব থাকতে হবে।
- বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পণ্যের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংককেই বহন করতে হবে।

খ. বাই-মুয়াজ্জাল

সংজ্ঞা : মুয়াজ্জাল শব্দ আরবি "আজল" থেকে এসেছে। আজল অর্থ বিলম্ব, বাকি। আর মুয়াজ্জাল অর্থ বিলম্বিত, বিলম্বে পরিশোধযাগ্য, বাকি-নগদে ক্রয়-বিক্রয়।

পরিভাষায় বাই-মুয়াজ্জাল হলো এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকিতে (বিলম্বে) পরিশোধ করা হয়।

বাই-মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য

- বাই-মুয়াজ্জালের তিনটি পক্ষ থাকে। যথা: ক) ব্যাংক, খ) বিক্রেতা (যার নিকট থেকে প্রথমবার মাল ক্রয় করা হয়েছে), গ) ক্রেতা (বিনিয়োগ গ্রাহক)
- বাই-মুয়াজ্জালের মূল কথা হলো বাকিতে বিক্রি।
- বাই-মুয়াজ্জালে গ্রাহককে পণ্যের ক্রয়মূল্য জানানোর কোনো শারঈ বাধ্য-বাধকতা নেই।
- বাই-মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের সময় সুনির্দিষ্ট হওয়া জরুরি।

গ. বাই-সালাম

সংজ্ঞা : অভিধানে বাই-সালাম অর্থ হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়। আরবি ভাষায় সালাম অর্থ সমর্পণ করা।

পরিভাষায় অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকেই বাই-সালাম বলে।

মালামালের মূল্য হিসাবে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থকে "রা'সু মালিস সালাম" বা সালামের মূলধন, নির্দিষ্ট সময়ান্তে সরবরাহযোগ্য পণ্যকে আল মুসলামু ফিহি, ক্রেতাকে "মুসলিম" এবং বিক্রেতাকে "আল মুসলামু ইলাইহি" বলা হয়।

বাই-সালামের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি

- বাই-সালামের পণ্য সরবরাহের সময় সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
- বাই-সালামের পণ্যটি সরবরাহকালীন সহজলভ্য হওয়া।
- পণ্যকে বিক্রেতার দায় হিসাবে গণ্য করা।

- যে পণ্য সরবরাহের চুক্তি হয়েছে কেবল সেটা সরবরাহ করাই তার দায়িত্ব।
- পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে।
- চুক্তিতে পণ্যের নাম, ধরন, পরিমাণ, গুণাগুণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।
- বাই-সালামের পণ্য বিবরণযোগ্য ও ভবিষ্যতে সরবরাহযোগ্য হতে হবে।
- পণ্য সরবরাহের স্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
- পণ্যের মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জানা থাকতে হবে।
- বাই-সালাম চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করা।

ঘ. বাই-ইসতিসনা

সংজ্ঞা : 'ইসতিসনা' শব্দটি আরবি "সানায়া" শব্দ থেকে এসেছে। "সানায়া" শব্দের অর্থ তৈরি করা বা প্রস্তুত করা। শিল্পে যেহেতু বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি বা প্রস্তুত করা হয়, সেহেতু 'সানায়া' শব্দটি শিল্প অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইহা আদেশে ক্রয়। আদেশ গ্রহণ করে মাল বানিয়ে বা সংগ্রহ করে বিক্রয় করার নাম "বাই-ইসতিসনা"।

ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী ভবিষ্যতের নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যসামগ্রী তৈরি করে দেওয়ার শর্তে অগ্রিম/কিস্তিতে মূল্য পরিশোধে কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে "বাই ইসতিসনা" বলে।

শিল্প পণ্যের উৎপাদন ও নির্মাণ কাজে "ইসতিসনা" পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যে ব্যক্তি শিল্প পণ্য নির্মাণ বা উৎপাদন করে তাকে বলা হয় 'সানি' তথা শ্রমিক বা কারিগর। যে ব্যক্তি নির্মাণ বা উৎপাদন করায় বা আদেশ দেয় তাকে বলা হয় 'মুসতাসনি', আর যে জিনিস নির্মাণ বা উৎপাদন করা হয় তাকে বলা হয় 'মাসনু'।

ইসতিসনা চুক্তির বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি

- ইসতিসনার প্রধান শর্ত চুক্তি। চুক্তি লিখিত, সুনির্দিষ্ট, সকল শর্ত লিপিবদ্ধ ও সাক্ষীযুক্ত থাকতে হবে।
- ইসতিসনায় মাল সরবরাহের সময় সীমা নির্দিষ্ট করা জরুরি নয়, তবে ব্যাংকের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্দিষ্ট করতে হবে।
- পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ, মূল্য নির্ধারণ, মূল্য পরিশোধের সময় ও সরবরাহের বিবরণ চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।
- পণ্য প্রস্তুতের কাজ শুরুর পূর্বে উভয়ের যে কোন পক্ষ অপরকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করতে পারবে। তবে প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরুর পর চুক্তি একতরফা বাতিল করা যাবে না।
- ইসতিসনায় পণ্যের দাম অগ্রিম/এককালীন/কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।
- আধুনিক ফকিহগণের অধিকাংশের মতে শুধুমাত্র ইসতিসনার ক্ষেত্রে আরোপিত ক্ষতিপূরণ ব্যাংকের বৈধ আয় হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ।
- বাই-ইসতিসনা পদ্ধতিতে মালের অস্তিত্ব ছাড়াই বেচা-কেনা সংঘটিত হওয়া শারিয়াহ্সম্মত।

৩. ইজারা বিল বাই-তাহ্‌তা শিরকাতুল মিলক বা হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক্-মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি

সংজ্ঞা: 'ইজারা' অর্থ মজুরি বা ভাড়া। 'শিরকাতুল মিলক' অর্থ মালিকানায় অংশীদারিত্ব।

পরিভাষায় হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ভবন, অ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে। গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে পর্যায়ক্রমে তার মালিকানা অর্জন করেন। পণ্য বা মালামাল ক্রয়ের আগে এর প্রকৃত মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশের মূল্য, পরিশোধের সময়সীমা, কিস্তির পরিমাণ এবং জামানতের প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদিত হয়।

হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলকের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি

- মালের প্রকৃত মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশের মূল্য, পরিশোধের সময়সীমা, কিস্তির পরিমাণ এবং জামানতের প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে সাক্ষীসহ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
- মূলধন অনুপাতে অংশীদারগণের মালিকানার স্বীকৃতি দেওয়া।
- ক্রেতাকে তার পরিশোধিত মূল্যের আনুপাতিক মালিকানা ব্যাংক কর্তৃক হস্তান্তর করা।
- গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করার ফলে ব্যাংকের অংশীদারিত্ব ক্রমশ কমতে থাকে এবং গ্রাহকের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পায়।
- বিনিয়োগের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও ব্যাংকের অংশের পুরো টাকা শোধ করে মালের পূর্ণ মালিকানা গ্রাহক পেতে পারেন।
- চুক্তির শর্তানুসারে গ্রাহক কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক পণ্য বা মাল নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে।

৪. ক্বর্‌দ

সংজ্ঞা: ক্বর্‌দ শব্দটি আরবি 'ক্বিরাদ' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো 'কর্তন'। যেহেতু ক্বরদ গ্রহীতাকে ধার প্রদানের মাধ্যমে ক্বরদ দাতার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ কর্তিত হয়, সে-কারণে একে ক্বরদ বলা হয়।

পরিভাষায় ক্বরদ এমন এক প্রকার উপকারী লোন বা ঋণ যাতে গ্রহীতা মেয়াদপূর্তীতে শুধুমাত্র লোন বা ঋণের মূল অংশ ফেরত প্রদান করে অথবা ফেরত প্রদানে বাধ্য।

ক্বর্‌দ এর বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি

- ক্বরদে দুটি পক্ষ থাকবে, যথা: ক্বরদ দাতা ও ক্বরদ গ্রহীতা।
- ক্বরদের বিষয়বস্তু, অর্থাৎ বস্তু বা দ্রব্য ক্বরদ প্রদান করা হবে।
- চুক্তির মূল ভাষ্য, অর্থাৎ ইজাব ও কবুল বা ক্বরদের প্রস্তাব ও প্রস্তাবগ্রহণ।
- ক্বরদের বিনিময়ে কোনো মুনাফা চার্জ করা যায় না।
- ক্বরদ কেবলমাত্র বৈধ ও হালাল খাতে ও উদ্দেশ্যে প্রদান করা যাবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক ক্বরদের ক্ষেত্রে নগদ জামানত গ্রহণ করা যেতে পারে।

- সূদ ও মূনাফার মধ্যে পার্থক্য

সূদ ও মূনাফার মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক	সূদ	মূনাফা/লাভ
১	রিবা বা সূদ অর্থ আধিক্য, বৃদ্ধি, বিকাশ, অতিরিক্ত সংযোজন, সম্প্রসারণ, প্রবৃদ্ধি।	মূনাফা বা লাভ আরবী রিব্হুন। অর্থ কারবারে সাধিত প্রবৃদ্ধি, অর্জিত সম্পদ বা ব্যবসায় অর্জিত মূনাফা।
২	ঋণের শর্ত মতে ঋণগ্রহীতা কতৃক ঋণদাতাকে মূলধনের সাথে প্রদেয় বাড়তি অর্থ হলো সূদ। ঋণ দিয়ে সময়ের উপর ধার্যকৃত মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ বা সম্পদই সূদ।	উৎপাদন মূল্য ও উৎপাদন খরচের মধ্যকার পার্থক্যই হলো মূনাফা বা লাভ। উৎপাদন কিংবা ক্রয়-বিক্রয় অথবা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগের ফলে মূলধনের অতিরিক্ত উপার্জিত অর্থ বা সম্পদকে মূনাফা বা লাভ বলে। ক্রয়- বিক্রয় বা ব্যবসার ফলস্বরুপ অর্জিত অর্থ বা সম্পদই মূনাফা।
৩	সূদ ঋণের সাথে সম্পৃক্ত। সূদের ভিত্তি হলো ঋণ। ঋণ থেকে সূদের উৎপত্তি।	মূনাফা বা লাভের সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সাথে। প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় কিংবা লাভ-লোকসান ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগই মূনাফার ভিত্তি।
৪	দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমজাতীয় জিনিসের লেনদেনে সূদ হয়। এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়, রুপান্তর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।	দু'ধরনের পণ্যের লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় এবং তা থেকে লাভ বা মূনাফা আসে। মূনাফা মূলত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসার স্বাভাবিক ফলস্বরুপ অর্জিত হয়।
৫	রিবার নির্ধারক উপাদান হলো সময়, সূদের হার ও মূলধনের পরিমাণ। ঋণের সূদ সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়।	মূনাফা কমবেশী হওয়া নির্ভর করে অনুকুল বাজার চাহিদার উপর।
৬	সূদ "Fungible goods" এর দাম, ঋণের বর্ধিত অংশ।	মূনাফা পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ায় পুঁজির/মূলধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ।
৭	সূদ ঋণের উপর আরোপিত। সূদ প্রকৃতপক্ষে কোন উৎপাদনশীল কাজের বিনিময় নয়; বরং এক ধরণের অনুপার্জিত আয় মাত্র।	মূনাফা বিনিয়োগ/ব্যবসায় রুপান্তরের স্বাভাবিক ফল যা বাজার থেকে উদ্ভুত।

ক্রমিক	সূদ	মূনাফা/লাভ
৮	ঋণদাতাকে শ্রম দিতে হয়না, সে অর্থ ধার দেয় মাত্র। সূদ বিনা শ্রমে পাওয়া যায়।	ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাকে সময়, শ্রম, মেধা, পুঁজি নিয়োজিত করতে হয়। মূনাফা অর্জনে পরিশ্রম করতে হয়।
৯	সূদের বিনিময় দেয়া হয়না। সূদের ক্ষেত্রে মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ গ্রহণ করা হয় এর কোন বিনিময় দেয়া হয়না। সূদ একটি অনুপার্জিত হস্তান্তরিত আয়।	মূনাফা মূল্য সংযোজন থেকে আসে। এর মূল্য দেয়া হয়।
১০	সূদে ঋণগ্রহীতা বেশী মূল্য দেয়।	ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়ে সমান মূল্য দেয় ও নেয়।
১১	সূদ পূর্ব নির্ধারিত, তবে অনির্ধারিতও হতে পারে।	মূনাফা পরে নির্ধারিত হয়। মুনাফার হার পূর্ব নির্ধারিত নয়।
১২	সূদ নিশ্চিত- এতে ঋণদাতার আয় নিশ্চিত। কিন্তু ঋণগ্রহীতার লাভের কোন নিশ্চয়তা নেই। সূদের কারবারে অনিশ্চয়তার কোন উপাদান থাকেনা।	মূনাফা অনিশ্চিত- বিক্রেতার লাভ হতেও পারে আবার লাভ নাও হতে পারে।
১৩	রিবা কখনো ঋণাত্মক হতে পারেনা। বড়জোর খুব কম বা শূণ্য হতে পারে।	মূনাফা ধনাত্মক, শূণ্য এমনকি ঋণাত্মকও হতে পারে।
১৪	সূদের ক্ষেত্রে ঋণদাতার কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই। সূদে লোকসানের ক্ষেত্রে কোন হুমকি নেই।	মূলধন সরবরাহকারী ও উদ্যোক্তা উভয়ের জন্যই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান মুনাফায় লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়। মুনাফায় লোকসানের হুমকি রয়েছে।
১৫	একই মূলধনের উপর সূদ বারবার ধার্য করা যায়।	ব্যবসায় লাভ/মূনাফা একবারই ধার্য করা যায়।
১৬	সূদি কারবারে মূলধন সবসময় সুরক্ষিত থাকে।	ব্যবসায়-বাণিজ্যে লোকসান হলে মূলধন কমে যায়।
১৭	ইসলামী শারীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে সর্বপ্রকার সূদ হারাম।	ইসলামী শারীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে মূনাফা হালাল।
১৮	সূদ স্থির ব্যয় হওয়াতে পণ্যদ্রব্যের দাম স্তর বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যস্ফীতির প্রসার ঘটায়।	মূনাফা ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হয়না বলে দামের বৃদ্ধি ঘটায়না এবং মূল্যস্ফীতি ঘটায়না।
১৯	ঋণগ্রহীতার ব্যবসা ব্যর্থ হলেও ঋণদাতার মূলধন রক্ষিত থাকে।	ব্যবসায় লোকসান হলে মূলধন আনুপাতিক হারে হ্রাস পায়।
২০	সূদ স্থবিরতার বাহন।	মূনাফা হচ্ছে প্রগতির বাহন ও পুরস্কার।

- **ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিং এর মধ্যকার পার্থক্য**

ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিং এর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক	ইসলামী ব্যাংকিং	প্রচলিত ব্যাংকিং
১	ইসলামী ব্যাংকিং তার বৈশিষ্ট্য, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামী শারীয়াহ্‌র নীতিমালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।	প্রচলিত ব্যাংকিং তার বৈশিষ্ট্য, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামী শারীয়াহ্‌র নীতিমালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে না।
২	কোন প্রকার কার্যক্রমে সুদের লেনদেন করেনা।	সুদের ভিত্তিতে আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণ করাই প্রধান কাজ।
৩	ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী শারীয়াহ্‌ কতৃক অনুমোদিত নয় এমন কোন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হয়না।	হালাল-হারাম নির্বিশেষে সকল ব্যবসার সাথেই সম্পৃক্ত হয়।
৪	ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে মূনাফা অর্জন করে।	ঋণ বিতরণ করে সুদ গ্রহণ করে।
৫	আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে সমাজ ও রাষ্ট্র হতে অর্থনৈতিক জুলুম ও শোষণ নির্মুল করে জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে সহায়তা করাই ইসলামী ব্যাংকিং এর মূল লক্ষ্য।	অমানত সংগ্রহ ও তা ঋণদান করে সর্বাধিক সুদ তথা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করাই প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য।
৬	ইসলামী ব্যাংকিং এর আয়ের উৎস হলো মুনাফা।	সুদই হলো প্রচলিত ব্যাংকিং এ আয়ের প্রধান উৎস।
৭	ইসলামী ব্যাংকিং এর মুশারাকা ও মুদারাবা বিনিয়োগে মুনাফার পাশাপাশি লোকসান ও হতে পারে।	সুদ নির্ধারিত এবং তাতে লোকসানের কোন ঝুঁকি নেই।
৮	ইসলামী ব্যাংকিং এ আসল লেনদেন (Real Transaction) সম্পন্ন হয়, যাহার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়।	প্রচলিত ব্যাংকিং এ আর্থিক লেনদেন (Financial Transaction) হয় মাত্র, যাহার ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা তৈরী হয়।

ক্রমিক	ইসলামী ব্যাংকিং	প্রচলিত ব্যাংকিং
৯	ইসলামী ব্যাংক অর্থের লগ্নি করেনা বরং পণ্যের কেনা-বেচাই ইসলামী ব্যাংকের মূল ভিত্তি।	সুদের ভিত্তিতে অর্থ লগ্নি করে এবং পণ্যের বেচাকেনার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়।
১০	ইসলামী ব্যাংকিং এ পূর্ব নির্ধারিত সুদের অস্তিত্ব নেই এবং এই ব্যবস্থায় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।	প্রচলিত ব্যাংকিং এ পূর্ব নির্ধারিত সুদ পরিশোধের কারনে সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়না।
১১	সুদের হার শূণ্য হওয়ার কারণে মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা।	সুদের কারনে মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা প্রায়ই হয় এবং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
১২	ইসলামী ব্যাংকিং এ যাবতীয় লেনদেন ইসলামী শারীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালনা করতে পারছে কিনা তা পর্যালোচনা, শারীয়াহ্ অনুসরণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ব্যাংকের স্বাধীন শারীয়াহ্ সুপারভাইজরী কমিটি রয়েছে।	প্রচলিত ব্যাংকিং এ এ ধরনের কোন তত্ত্বাবধায়ক কমিটির কোন অস্তিত্ব নেই অথবা প্রয়োজন নেই।
১৩	ইসলামী ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিলের উপর ২.৫% হারে যাকাত আলাদা করে নির্ধারিত সিএসআর খাতে ব্যয় করে।	প্রচলিত ব্যাংকিং এ যাকাত দেয়া হয়না এবং যাকাতের মত আর্থিক সহায়তার কোন ব্যবস্থা নেই।
১৪	ইসলামী ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে কল মার্কেটে থেকে লোন দেয়না এবং নেয়না।	প্রচলিত ব্যাংক গুলো সুদের ভিত্তিতে কল মার্কেটে লোন দেয় এবং নেয়।
১৫	আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমানো এবং সকল স্তরের মানুষের জরুরিয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করে।	বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিত্তবানদের স্বার্থে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং অর্থায়নের জন্য প্রকল্প নির্বাচনে কোন নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের মানদণ্ড কাজ করেনা।

ক্রমিক	ইসলামী ব্যাংকিং	প্রচলিত ব্যাংকিং
১৬	আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে সমাজ থেকে শোষণের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে সহায়তা করে।	সুদভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদের শোষণের ফলে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে।
১৭	গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে অংশীদার, বিনিয়োগকারী বা ব্যবসায়ীর সম্পর্ক	গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার, মহাজন ও খাতকের অর্থাৎ শুধুমাত্র দাতা ও গ্রহীতার।
১৮	গ্রাহকের লাভ লোক-সানের দায়-দায়িত্ব ব্যাংকও বহন করে।	গ্রাহকের লাভ লোক-সানের দায়-দায়িত্ব ব্যাংকও বহন করে না।
১৯	গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা মূলক।	পূর্ব নির্ধারিত সুদের গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে কমবেশী নৈর্ব্যক্তিক।
২০	ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদ, মূল্যস্ফীতি, মূদ্রাস্ফীতি, মন্দার বিলুপ্তি ঘটায়।	প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা সুদ, মূল্যস্ফীতি, মূদ্রাস্ফীতি, মন্দার স্ফুরণ ঘটায়।
২১	বৈদেশিক মূদ্রার তাৎক্ষনিক ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। কিন্তু কোনরুপ ফরওয়ার্ড বুকিং করেনা।	বৈদেশিক মূদ্রার তাৎক্ষনিক এবং ফরওয়ার্ড বুকিং এ উভয় অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।
২২	চলতি হিসাবে (Reciprocal basis) এ বিদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে বৈদেশিক মূদ্রার হিসাব রাখা হয়।	সুদের ভিত্তিতে বিদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে বৈদেশিক মূদ্রার হিসাব রাখা হয়।
২৩	ইসলামী ব্যাংকিংএ বিনিয়োগ ব্যবস্থায় তিনটি পক্ষ থাকে। যথা: ব্যাংক, বিনিয়োগগ্রহীতা ও পণ্য সরবরাহকারী।	প্রচলিত ব্যাংকিংএ বিনিয়োগ ব্যবস্থায় দুটি পক্ষ থাকে। যথা: ব্যাংক ও বিনিয়োগগ্রহীতা ।
২৪	ইসলামী ব্যাংকিংএ বিনিয়োগ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের অর্থ তথা পণ্যের মূল্য পণ্য সরবরাহকারীকে সরাসরি পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।	প্রচলিত ব্যাংকিংএ ঋণের টাকা সরাসরি ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করা হয়।

ক্রমিক	ইসলামী ব্যাংকিং	প্রচলিত ব্যাংকিং
২৫	ইসলামী ব্যাংকিংএ বিভিন্ন রকম মুদারাবা হিসাবে চুক্তিতে উল্লিখিত বিভিন্ন আনুপাতিক হারে (যেমন: ৬৫ঃ৩৫)। হিসাব চুড়ান্তের পর এ অনুপাত অনুযায়ী গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে লাভ বন্টনের পর গ্রাহক কত লাভ পেল তা হিসাব করে দেখা হয়। পূর্ব থেকে লাভের হার নির্ধারিত হয়না।	পূর্ব নির্ধারিত সুদের হারের ভিত্তিতে বিভিন্ন আমানত হিসাবে সুদ প্রদান করে থাকে।
২৬	সমাজের দরিদ্র-অভাবী ও সহায়-সম্বলহীন মানুষদের সহায়তার কর্মসূচী রয়েছে।	সমাজের দরিদ্র-অভাবী ও সহায়-সম্বলহীন মানুষদের সহায়তার ব্যাপারে তেমন উদ্যোগী নয়।
২৭	ধনী ও দরিদ্রের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে আনতে সহায়ক।	ধনী ও দরিদ্রের মাঝে দূরত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পায়।
২৮	সমাজের সম্পদহীন মানুষের জন্য বিনিয়োগ করে।	সমাজের ধনী মানুষের জন্য বিনিয়োগ করে।
২৯	শারীয়াহ্ অনুমোদিত প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে থাকে।	নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বিনিয়োগ করে থাকে।
৩০	শারীয়াহ্ নীতি ও পদ্ধতি অনুসরন করে।	এ ধরনের কোন নীতি-পদ্ধতি অনুসরন করেনা।
৩১	গ্রাহকগণ আমানতের ঝুঁকি বহন করে।	গ্রাহকগণ আমানতের ঝুঁকি বহন করেনা।
৩২	সুদবিহীন পদ্ধতিতে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ করে।	সুদেরভিত্তিতে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ করে।
৩৩	শোষণকে নির্মুল করে।	শোষণকে সহযোগিতা করে।
৩৪	ইসলামী ব্যাংক ইহ্সান করতে পারে।	ইহ্সান করতে পারে না।
৩৫	আর্থিক বিনিয়োগে কল্যাণভিত্তিক মূলনীতি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।	এ ধরনের কোন দায়বদ্ধতা নেই।

ক্রমিক	ইসলামী ব্যাংকিং	প্রচলিত ব্যাংকিং
৩৬	লাভক্ষতির ভিত্তিতে আন্তব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন হয়।	সুদের ভিত্তিতে আন্তব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন হয়।
৩৭	গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক।	গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক।
৩৮	Speculation সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেন পরিহার করে।	Speculation সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেন করে।
৩৯	মুনাফা অর্জন নয় বরং আর্থ-সামাজিক বিষয়ক উন্নয়নই হলো ব্যবসার নীতি।	ব্যবসার নীতি আর্থ-সামাজিক বিষয়ক উন্নয়ন নয় বরং মুনাফা অর্জন হলো আসল উদ্দেশ্য।
৪০	দুটি উদ্দেশ্য, একটি উদ্দেশ্য শারীয়াহ্ অন্যটি হলো মুনাফা অর্জন।	মুনাফা অর্জন হলো আসল ও একমাত্র উদ্দেশ্য।
৪১	একবারই প্রকৃত সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করা হয়।	সার্ভিস চার্জ নির্দিষ্ট কমিশন হারের ভিত্তিতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করা হয়।
৪২	অনুৎপাদিত খাতে বিনিয়োগ করা হয়না।	অনুৎপাদিত খাতে বিনিয়োগ করা হয়।
৪৩	ইসলামী ব্যাংকি Real Asset based লেনদেন বা বিনিয়োগ করে।	শুধুমাত্র টাকার বিনিয়োগ করে যাতে Real Transaction হয় না।
৪৪	Real Transaction-এর কারনে Production বা উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।	Financial Transaction-এর কারনে Production বা উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না।

মাক্বাসিদে শারিয়াহ্

মাক্বাসিদে শারিয়াহ্র পরিচয়

ইসলামী অর্থনীতি তথা ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো আর্থিক ক্ষেত্রে মাক্বাসিদে শারিয়াহ্ বাস্তবায়ন। ইমাম গায্যালির মতে মাক্বাসিদে শারিয়াহ্ হলো- সার্বিক মানবকল্যাণ। যা কিছুর দ্বারা মানুষের বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদের সুরক্ষা হয় তা-ই মাসলাহা বা কল্যাণ। অতএব ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শারিয়াহ্র উদ্দেশ্য বাস্তবায়নই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূল উদ্দেশ্য।

মাসলাহা পিরামিড

ইমাম শাতিবি (র.) মাক্বাসিদে শারিয়াহ্‌র আলোকে মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তাকে মূল্যায়ন করে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন, যা "মাসলাহা পিরামিড" নামে অধিক পরিচিতি লাভ করেছে। ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাহিদার এই অগ্রাধিকার স্তর বিন্যাসের বিবেচনাটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তা উল্লেখ করা হলো:

জরুরিয়াত

ইমাম শাতিবি (র.) এর মতে জরুরিয়াত হলো সেসব অতি আবশ্যকীয় বিষয়, যা ছাড়া মানবকল্যাণের গতিধারা ব্যাহত হয়। জরুরিয়াত পূরণ না হলে জন-জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। জরুরিয়াত এমন বিষয় যা মানুষের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য।

জরুরিয়াতের পাঁচটি শাখা। যথা:

১. হিফজুদ দ্বীন বা বিশ্বাসভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার সংরক্ষণ: দ্বীন তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানের অনুসরণ ছাড়া মানবিক প্রশান্তি, সামাজিক শৃংখলা ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। দ্বীন বিবর্জিত সমাজ মানবিকতা ও নৈতিকতা হারিয়ে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। দ্বীন তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনবিধানের সংরক্ষণের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে সহজ করা এবং সরল পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা শারিয়াহ্‌র উদ্দেশ্য বা মাক্বাসিদ।

২. হিফজুন নাফ্‌স বা জীবন সংরক্ষণ: ইসলামের দৃষ্টিতে নাফস্ বা জীবন আল্লাহ্‌র দেওয়া মূল্যবান আমানত। এর সংরক্ষণ, সুস্থতা বিধান এবং জীবনের অধিকার যথাযথভাবে পূরণ করা সকল মানুষের কর্তব্য। জীবনের সুরক্ষা ও বিকাশ সাধন এবং সকল প্রকার ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। সেজন্য অন্যায় হস্তক্ষেপ, অবৈধ হত্যাকান্ড, আত্মহত্যা, গর্ভপাত ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩. হিফজুল আকল বা বুদ্ধি-বিবেক সংরক্ষণ : আল্লাহ্ তাআ'লা মানুষকে বুদ্ধি-বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অন্য সব প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ফয়সালা করার সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে। আকল বা বিবেক-বুদ্ধি সঠিকভাবে প্রয়োগ করে মানুষ কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ দূর করার জন্য কাজ করবে। যুক্তিপূর্ণ চিন্তা ও সত্য উপলব্ধি সঠিক বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিচার শক্তির নিয়ামক।

৪. হিফজুন নাসল বা বংশধারা সংরক্ষণ: আল্লাহ্‌র তাআ'লার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ এ পৃথিবী আবাদ করবে। মানুষের বংশধারা রক্ষা ও বিস্তৃতির জন্য আল্লাহ্ তাআ'লা নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সুস্থ ও পবিত্র জীবন যাপনের জন্য বৈবাহিক সম্পর্কভিত্তিক পারিবারিক ব্যবস্থা দিয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় মানুষকে সামাজিক শৃংখলাভিত্তিক সসভ্য উম্মাহ্ গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বংশধারা সংরক্ষণে মানুষকে সব অনুমোদিত পন্থা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

৫. হিফজুল মাল বা সম্পদের সংরক্ষণ: হিফজুল মাল বা সম্পদের সংরক্ষণ মানুষের একটি অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা। সেজন্য হালাল বা বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন ও লেনদেনে নিরাপদ উপায় (শারিয়াহ্ অনুমোদিত) ও ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ও রাহাজানিসহ অধিকার হরণকারী সকল সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে সম্পদ রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান অতীব জরুরি। ইমাম শাতিবি (র:) সম্পদ সংরক্ষণকে রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে অভিমত দিয়েছেন। দারিদ্র্য দূর করা এবং ধনীর সম্পদে বঞ্চিত ও অভাবির অধিকার নিশ্চিত করাও সম্পদ সংরক্ষণের পর্যায়ভুক্ত।

হাজিয়াত

মানব জীবনের প্রয়োজনীয় এবং পরিপূরক কল্যাণের বিষয়াবলি হলো হাজিয়াত। মানুষের জীবনে কঠোরতা বা সমস্যা ও অসুবিধা দূর করে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে যেসব উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলো হাজিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিপূরক ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর বড় অংশই হাজিয়াতের অধীন। রাস্তাঘাট, যানবাহন, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি মানুষের জীবন-যাত্রাকে সহজ ও আরামদায়ক করে। এগুলো মানুষকে কষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। হাজিয়াতমূলক চাহিদা পূরণ না হলে জন-জীবন অচল হয় না। তবে এর অভাবে জীবনধারার গতিময়তা ও স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয়। জীবনকে সহজ, সুন্দর ও আরামদায়ক করতে হাজিয়াতের যোগান ও সংরক্ষণ মাক্বাসিদে শারিয়াহ্র দ্বিতীয় অগ্রাধিকার।

তাহ্সিনিয়াত

'তাহ্সিনিয়াত' অর্থ সুন্দর ও উত্তম। জরুরিয়াত বা অপরিহার্য ও হাজিয়াত বা পরিপূরক এবং প্রয়োজনীয় কল্যাণ অর্জনের পর জীবনকে আরো সুন্দর, পরিপাটি ও অধিকতর সৌন্দর্যময় ও উৎকর্ষমণ্ডিত করতে যা কিছু প্রয়োজন, সেগুলো তাহ্সিনিয়াতের পর্যায়ভুক্ত। তাহ্সিনিয়াত বা সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়গুলো মানুষের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণে পরিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানুষের জীবনে তাহ্সিনিয়াত সসীম নয়, বরং ব্যাপ্তিশীল। সমাজের মানুষের জরুরি চাহিদা পূরণের পর হাজিয়াত বা উপকার ও কল্যাণমূলক চাহিদা পূরণ এবং পর্যায়ক্রমে তাহ্সিনিয়াতের চাহিদাসমূহ পূরণের মাধ্যমে সমাজে ক্রমশ কল্যাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উপসংহার

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দিক ও বিভাগ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ও সেই অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করার মধ্যেই মানবজীবনের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাআ'লা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

আমিন।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (ﷺ) لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ـ (صَحِيْحُ الْبُخَارِى، بَيْحَقِى)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন- পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গণিমত হিসেবে গ্রহণ কর : "বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকালকে, অসুস্থ্য হওয়ার আগে সুস্থ্যতাকে, দারিদ্রতার পূর্বে ধনাঢ্যতাকে, ব্যস্ত হওয়ার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে। (সহিহ বুখারী ও বায়হাকী)